শান্তির একমাত্র উপায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা: সৌদি যুবরাজ

সারে-জমিন

শয়ে শয়ে রেশনের আটার বস্তা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

রূপসী বাংলা

ফিলিস্তিনিদের জীবন কি বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়?

সম্পাদকীয়

একজন একা মানুষ এই শহরে

রবি-আসর

পঞ্চমবার হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পাকিস্তান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১২ নভেম্বর, ২০২৩
২৫ কার্তিক ১৪৩০
২৭ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 304 ■ Daily APONZONE ■ 12 November 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

গণকেন্দ্রিক শাসন ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: তেলেঙ্গানার জনগণের চাহিদা মেটাতে বিআরএস সরকার 'অক্ষম' বলে দাবি করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি শনিবার বলেছেন, ভারতজুড়ে গণকেন্দ্রিক শাসনের যুগ ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে।
২০২০ সালে তেলেঙ্গানায় আত্মহত্যা করা এক কৃষকের পরিবারের বাড়িতে তাঁর সাম্প্রতিক সফরের একটি ভিডিওও নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শেয়ার করেছেন রাহুল গান্ধি।
তেলেঙ্গানার একজন ক্ষুদ্র কৃষক যিনি ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। তিনি তার প্রেমময় পরিবারকে পিছনে ফেলে আত্মহত্যা করেন। সেই কৃষকের পরিবারের সাথে দেখা করার ভিডিওটি শেয়ার করেছেন।
এ প্রসঙ্গে বলেন, এখন আমাদের লড়াই আমাদের সমস্ত মানুষের জন্য ন্যায়, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সময় এসেছে ভারতজুড়ে জনকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার যুগ ফিরিয়ে আনার। এরপর কংগ্রেসের 'প্রজালা সরকার' প্রকল্পে মহিলা ও কৃষকদের নানা সহায়তার কথা তুলে ধরেন রাহুল।

বালুর স্ত্রী কন্যাকে ৯ কোটি টাকা সুদ ছাড়াই ঋণ দিয়েছেন রাকিবুর!

আপনজন: রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে এক নতুন তথ্য সামনে আসার দাবি করল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত চাল ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে জেরা করার পর ইডির আইনজীবী দাবি করেছেন, রাকিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রী এবং মেয়েকে নাকি কোনও শর্ত ছাড়াই ৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। আর তার জন্য কোনও সুদ গোনেননি।
এমনকী সেই টাকা এখনও মেটানো হয়নি বলেও ইডির আইনজীবীর দাবি।
সূত্রের খবর রেশন দুর্নীতির তদন্তে রাকিবুরকে জেরা করার পর নেমে ইডির দাবি কালো টাকা সাদা করতে ভুয়ো কৃষক সংগঠন তৈরি করেছিলেন রাকিবুর। কৃষকদের নামে রয়েছে ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়েছিল। চাল বণ্টনের ক্ষেত্রে ধান কিনে ভুয়ো কৃষকদের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে নিজের আত্মীয় পরিজন এবং ঘনিষ্ঠদের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে কোটি কোটি সরকারি টাকা সরিয়েছে বাকিবুর রহমান এমনটাই ইডির অভিযোগ। এমনকী ফার্মারস ফোরাম' নামে একটি কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল রাকিবুরের নেতৃত্বে। আর এই কৃষক সংগঠনের মাথায় ছিলেন এনপিজি রাইসমিলের মালিক বাকিবুর রহমান। এই রাইস মিলের অ্যাকাউন্টে ১- কোটি টাকা ঢোকার অভিযোগ ওঠে রাকিবুরের বিরুদ্ধে। তাছাড়াও রাকিবুরের বিপুল সম্পত্তির হদিশ পাওয়ায় ইডি রেশন দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে ময়দানে নেমে পড়ে। রাকিবুরের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে।
অন্যদিকে, শনিবার রেশন বন্টন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেফতার বাকিবুর রহমানকে আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিলেন ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারক।
তদন্তে নতুন নতুন তথ্য পাওয়া গেছে এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির।এই মুহূর্তে বাকিবুর রহমান জামিন পেলে তদন্তে বাধাপ্রাপ্ত হবে দাবি ইডির। ইডির পক্ষে আইনজীবী আদালতে পেশ করে তাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো অজানা তথ্য উদঘাটন হবে বলে জানিয়েছেন।

গুজরাতে ৫০০ বছরের পুরনো দরগাহ উচ্ছেদে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: আহমদাবাদের কালুপুর রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত হযরত কালু শহীদ দরগাহ, যা ৫০০ বছরেরও বেশি পুরানো, রেলওয়ে স্টেশনটির পুনর্নির্মাণের পথ তৈরি করার জন্য রেল ওয়ে কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছে।
গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া দরগাহ কমিটি জানিয়েছে, রেল কর্তৃপক্ষের 'অননুমোদিত নির্মাণ' দাবি ভুল বলে প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র তাদের কাছে রয়েছে। আদালত কর্তৃপক্ষকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আহমেদাবাদের রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (আরএলডিএ) এবং পশ্চিম রেলওয়ের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ারের জারি করা ২৬ অক্টোবরের নোটিশে বলা হয়েছে যে আহমদাবাদ স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে এবং দরগাহ কর্তৃপক্ষকে ১৪ দিনের মধ্যে কাঠামোটি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশে দরগাহ কাঠামোটিকে অননুমোদিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে এটি স্টেশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত।
হযরত কালু শহীদ দরগাহ থেকে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন এবং নিকটবর্তী আশেপাশের রেলওয়ে স্টেশনগুলির নামকরণ করা হয়েছে কালুপুর রেলওয়ে স্টেশন এবং কালুপুর বস্তি। দরগাহের তত্ত্বাবধায়ক মনজুর মালেক এই নোটিশে বিস্মিত। তিনি বলেন, হযরত কালু শহীদের মাজারটি ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০০ মানুষ এখানে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। শুধু দরগাহ নয়, মুসলমানরাও দরগাহ প্রাঙ্গণে বিদ্যমান মসজিদে নামাজ পড়েন এবং শতাব্দী ধরে এটি করে আসছেন। কীভাবে রাতারাতি দরগা অবৈধ হয়ে গেল বলে প্রশ্ন করেন। মালেক ও স্থানীয়দের দাবি, লাউডস্পিকার ব্যবহার, বিদ্যুৎ সংযোগসহ বিভিন্ন অনুমতি তারা বেশ কয়েক বছর ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আসছেন। দরগাহ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ১৯৬৫ সালে রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্ট দরগাহের মুজাভারকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে রেলওয়ে বোর্ড প্রতিষ্ঠার তারিখ থেকে রেলওয়ের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা ধর্মীয় স্থাপনাগুলির জন্য প্রতি বছর ১ টাকা লাইসেন্স ফি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি দরগাহটি "অবৈধ" হত তবে কর্তৃপক্ষ কখনই লাইসেন্স ফি আদায় করত না। পরে ১৯৭২ সালে বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্ট (পূর্ত) একটি চিঠিতে কালু শহীদ দরগাহের সভাপতিকে অবহিত করেন যে ১৯৬৫ সাল থেকে লাইসেন্স ফি বাড়িয়ে ২০ টাকা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ কার্যকর হওয়ার পর দরগাহটি "হজরত কালু শহীদ (রহ) দরগাহ" হিসাবে নিবন্ধিত হয় যার ইসি নম্বর ০৫৬-আহমদাবাদ।

উত্তরাখণ্ডে এবার 'লিভ ইন'-এর স্বীকৃতি দিতে বিল আসছে

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ড সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোডের (ইউসিসি) খসড়া উপস্থাপনের জন্য শীঘ্রই রাজ্য বিধানসভার একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার পরিকল্পনা করছে এবং তারা খসড়ায় লিভ-ইন দম্পতিদের তাদের সম্পর্ক নিবন্ধন করার অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি বহুবিবাহের উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বছরের শুরুতে, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি একটি কমিটি গঠন করেছিলেন যা বিভিন্ন ধরণের নাগরিকদের সাথে সহযোগিতা করেছিল, ২ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তি জড়িত ছিল।
ইউসিসি-র লক্ষ্য হল সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের জন্য ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষ, বিশেষত বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং দত্তক নেওয়ার মতো বিষয়গুলিতে প্রযোজ্য আইনগুলির একটি সমন্বিত বিধি প্রতিষ্ঠা করা। এনডিটিভি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের প্রস্তাবিত খসড়া বিলটিতে বহুবিবাহের উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি লিভ-ইন দম্পতিদের তাদের সম্পর্ক নিবন্ধন করার অনুমতি দেওয়ার বিধান রয়েছে। উপরন্তু, বিলটি অনুমোদিত হলে পুত্র ও কন্যা উভয়ের জন্য সমান উত্তরাধিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।
উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল।

নিষিদ্ধ করা হবে বহুবিবাহ

টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী ধামি তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার উদ্বোধনী বৈঠকে ইউসিসির খসড়া তৈরির জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠনের অনুমোদন দেন। বিশেষজ্ঞ প্যানেল যার মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় ২.৩৩ লক্ষ ব্যক্তি, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং উপজাতি গোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহ করেছে। কমিটি ২০২২ সালের নভেম্বরে প্রথম ছয় মাস এবং চলতি বছরের মে মাসে দ্বিতীয় দফায় চার মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০৪ সংখ্যা, ২৫ কার্তিক ১৪৩০, ২৭ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

‘চোরের মায়ের বড় গলা’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’ আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফিলিস্তিনিদের জীবন কি বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসে মৃত্যুপুরী গাজার ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতার আঁচ পাচ্ছি। কখন এই তাণ্ডবলীলার অবসান ঘটবে, তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। গাজার ধ্বংসস্তূপে দিন কাটাচ্ছেন আমার পিতামাতা। ১০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ ঝরেছে এবারের হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে। বহু নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ নির্বিচার মৃত্যুর শিকার হয়েছেন, যা সবার মতো ব্যথিত করেছে আমাকেও। এই মর্মান্তিক ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণীয় নয়। আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। প্রতিদিন আশায় বুক বাঁধি এই চিন্তায়, দুঃস্বপ্নের কালো অধ্যায় শেষ হবে খুব তাড়াতাড়িই, কিন্তু তা যেন কখনোই হওয়ার নয়! লিখেছেন **হানি আলমাধৌন**।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসে মৃত্যুপুরী গাজার ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতার আঁচ পাচ্ছি। কখন এই তাণ্ডবলীলার অবসান ঘটবে, তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। গাজার ধ্বংসস্তূপে দিন কাটাচ্ছেন আমার পিতামাতা। ১০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ ঝরেছে এবারের হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে। বহু নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ নির্বিচার মৃত্যুর শিকার হয়েছেন, যা সবার মতো ব্যথিত করেছে আমাকেও। এই মর্মান্তিক ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণীয় নয়। আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। প্রতিদিন আশায় বুক বাঁধি এই চিন্তায়, দুঃস্বপ্নের কালো অধ্যায় শেষ হবে খুব তাড়াতাড়িই, কিন্তু তা যেন কখনোই হওয়ার নয়! ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে মুহুর্মুহু। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আহাজারিতে ভারী হচ্ছে বাতাস। এই গভীর সংকটের শোক কোনোভাবেই ভোলার নয়। ভয়ংকর জীবনহানির খেলা কখন শেষ হবে, তা-ও অজানা। প্রতিদিন স্ত্রী ও আমার ঘুম ভাঙে চরম আতঙ্ক নিয়ে! সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন প্রায় ৬ হাজার মাইল দূরের নিজ ভূখণ্ড গাজার যে খবর পাই, তাতে ভারী হয়ে ওঠে আমাদের মন। ফিলিস্তিনিদের ওপর যে নৃশংসতা চলছে, আশা করি তা দেখছে গোটা বিশ্ব। এই উপত্যকার সংবাদ আমাদের শোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, হতাশাকে করে তোলে গভীরতর। এ যেন অস্ত্রোপচারের পর অপারেশন থিয়েটার থেকে জেগে ওঠার মতো অনুভূতি! সত্যিই, গাজাবাসীর মতোই আমরাও এক অস্থির সময় পার করছি। দুই-তিন দিন আগের ঘটনা। ইসরাইলি বাহিনীর বোমার আঘাতে বাবা-মা ও সব ভাইবোনকে হারিয়েছে আমার মামাতো ভাই আহমদ। মাত্র চার মিনিট আগে বাড়িতে থাকলে লাশ হতে হতো তাকেও! গাজার অবস্থা এখন এমন–জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দূরত্ব মাত্র চার মিনিটের! কী বীভৎস দৃশ্য, ভাবতে পারেন! এসব সংবাদ শরীরকে বরফশীতল করে তোলে। ঠান্ডা, অবশ হয়ে আসে মাথা। গাজায় দায়িত্ব পালনরত ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিসে (ইউএনআরডব্লিউএ) কর্মরত আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে যেসব সংবাদ পাই, তা আমার হৃদয়কে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। হতাহতের সংবাদ তো শুনছে সারা পৃথিবী; কিন্তু খাদ্য, পানি, ওষুধ ও জ্বালানি ঘাটতির কারণে যে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে গাজাবাসী, তার কতটুকু জানতে পারছি আমরা? ইসরাইলি অবরোধের মুখে দীর্ঘ ১৬ বছরে গাজা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য হলে সত্য, গাজার ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যার খাদ্যসহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের কথা বাদ দিলাম, দুই বেলা দুমুঠো আহারের জোগাড় না হওয়াটা চরম মানবিক দৃশ্য বইকি। সারা বিশ্ব দেখেছে, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গেছে বোমার আঘাতে। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হয়, এটা আমার শিক্ষালয়। শুধু আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গাজার বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও একই হাল–ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। পরিতাপের বড় বিষয়, গাজার শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত্ কর্মজীবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছে! বেঁচে থাকার প্রথম মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্যের সংস্থানই যেখানে দুরূহ ব্যাপার, সেখানে শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করাটা কেবল কঠিনই নয়, অসম্ভবও। গাজায় যে ধরনের অবস্থা চলছে, যে ধরনের মানবিক পরিস্থিতি নেমে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, উদ্ভূত বিপর্যয়কর অবস্থায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গর্ব করার মতো আর কিছু বাকি নেই! অর্থাত্, প্রশ্ন উঠতেই পারে, গাজা তথা ফিলিস্তিনিরা কি বিশ্বের কাছে এতটুকু মূল্যের দাবি রাখে না? বিশ্বের কাছে ফিলিস্তিনিদের জীবনের কি কোনোই দাম নেই?

দুই-তিন দিন আগের ঘটনা। ইসরাইলি বাহিনীর বোমার আঘাতে বাবা-মা ও সব ভাইবোনকে হারিয়েছে আমার মামাতো ভাই আহমদ। মাত্র চার মিনিট আগে বাড়িতে থাকলে লাশ হতে হতো তাকেও! গাজার অবস্থা এখন এমন–জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দূরত্ব মাত্র চার মিনিটের! কী বীভৎস দৃশ্য, ভাবতে পারেন! এসব সংবাদ শরীরকে বরফশীতল করে তোলে। ঠান্ডা, অবশ হয়ে আসে মাথা।

৭ অক্টোবর যখন হামাস হামলা চালিয়ে বসে ইসরাইলের ভূখণ্ডে, তখন থেকেই গাজাবাসীর আতঙ্কময় জীবনের শুরু। প্রতিটি মুহূর্ত আমার মায়ের মুখ থেকে শুনছি, কী মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একেকটা সেকেন্ড পার করছেন তারা! জানিয়ে রাখতে চাই, ইসরাইল বাহিনী যখন পালটা হামলা শুরু করল গাজায়, তার পরের কয়েক দিন পরিবারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি আমি। এরপর যখন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হলো, মায়ের মুখ থেকে শুনেছি, কী ভয়াবহ অবস্থা ঘিরে ধরেছিল তাদের! মায়ের ভাষায়, ‘দিনরাত ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিই আমরা! ভাবি, এই বুঝি বোমা এস পড়ল আমাদের মাথার ওপর! এই বুঝি মারা পড়লাম বিকট শব্দের নিচে চাপা পড়ে!’ গাজাবাসী ঠিক কী ধরনের অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, আমার মায়ের কথায় সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। চরম ভয় আর অনিশ্চয়তা–এটাই আজ গাজাবাসীর নিত্য সঙ্গী। একটা ঘটনা আমার মনকে চরমভাবে ব্যথিত করে তোলে। ঘটনাটা আট বছর বয়সি আমার ভাতিজা ইয়াজানকে নিয়ে। ইয়াজান একটা কম্বল হাতছাড়া করতে চাইছে না এই বিশ্বাসে যে, তার ধারণা–বোমার আঘাত এলে ঢাল হিসেবে তা ঠেকিয়ে দেবে কম্বলটি! হৃদয়বিদারক ও হৃদয়গ্রাহী–দুটি শব্দই এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়! চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সময়ে এই ছোট্ট শিশুর বাঁচার আকুতি আমাদের সামনে বেদনাবিধুর দৃশ্যের অবতারণা করে। বিপজ্জনক পৃথিবীতে বাঁচার জন্য এ ধরনের নিরাপত্তার অনুভূতি গভীর ভারাক্রান্ত করে তোলে। ইয়াজানের মতো হাজারো কচি কাঁধে সংঘাতের কঠিন বোঝা কতটা চাপ দিচ্ছে, তা বর্ণনাতীত। গাজার বর্তমান চিত্র কতটা প্রকট, কী কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন গাজার শিশুরা, ইয়াজানের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যের দিকে চোখ দিলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

এক টুকরো রুটির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে গাজাবাসী। ভাবা যায় এই দৃশ্য! পানির জন্য হাহাকার শোনা যাচ্ছে উপত্যকা জুড়ে। খাদ্যের ঘাটতি ও পানির জন্য হাহাকার–যুদ্ধক্ষেত্রে এই চিত্র সর্বময়। রুটি আর পানি–গাজাবাসীর জন্য এ যেন অতি মূল্যবান বস্তু! এর জন্যই মাইলের পর মাইল ছুটছে তারা। কী দুঃখজনক পরিস্থিতি!

আমার আরেক ভাতিজা ওমর আমাকে বলেছে, ‘যত বার আমি বাড়ি থেকে বের হই, নিজেকেই নিজে বলি–‘এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া’! পরিবারকে হয়তো আর অক্ষত দেখতে পাব না। আর হয়তো বাড়ি ফেরা হবে না।’

গাজায় যে মানবিক সংকট চলছে, তা যে কোনো ট্র্যাজেডিকেও হার মানাবে। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত চরম ভয় আর যন্ত্রণায় ভরা। এই পরিস্থিতির উত্তরণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতো বিশ্বনেতাদের এগিয়ে আসা শুধু অপরিহার্যই নয়, অনিবার্যও। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত হবে, সব পক্ষ এক জায়গায় হয়ে অতি জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যায়নি। আমরা যদি গাজা উপত্যকায় বসবাসরত বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হই, তাহলে তারা চরম হতাশা ও আশাহীনতার অতল গহ্বরে হাবুডুবু খেয়ে মারা পড়বে। বছরের পর বছর দখলদারিত্বের করাল গ্রাসের শিকার ফিলিস্তিনিরা আজ বড্ড ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত! আন্তর্জাতিক আইন বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। অথচ দুঃখজনকভাবে গাজাবাসীর জন্য যেন এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়! মাতৃভূমি গাজার চলমান পরিস্থিতি আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। দূর পরবাসে বসে যখন নিজের ভূখণ্ডের ওপর নির্বিচার আক্রমণ দেখছি, তখন তাদের সাহায্য করতে না পারার যন্ত্রণায় ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ইসরাইলি বাহিনী সম্ভবত গাজার কোমলমতি শিশুদের এটা বোঝাতে চায়, এই শিক্ষা দিতে চায় যে, ‘আমরা পরাধীন জাতি’। আমাদের আগে আমাদের দাদা-দাদিকেও তারা এমনটাই শেখাতে চেয়েছিল। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে গাজা ছেড়ে এসেছি আমি। রাফাহ ক্রসিং থেকে যখন বের হচ্ছিলাম, তখন আমার বন্ধুদের উদ্দেশে বারবার বলেছিলাম, ‘মাতৃভূমির প্রতি খেয়াল রেখো। মাতৃভূমিকে যত্নে রেখো।’ আজ সেই কথা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

লেখক: জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থার অধীন মার্কিন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ফিলানথ্রপির পরিচালক মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন-এর সৌজন্যে

বাংলাদেশ নিয়ে নিজেদের ভাবনা আমেরিকাকে জানিয়ে দিল ভারত

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনায় প্রত্যাশিতভাবে উঠে এল নির্বাচনমুখী বাংলাদেশের প্রসঙ্গ। বৈঠকে ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের চিন্তাভাবনার কথা আরেকবার যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই ধারণার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের অমিলের বিষয়টি আরও একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুই দেশের নেতাদের মধ্যে বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গের অবতারণার কথা গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের জানান ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি ভারত শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের নির্বাচন দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সঙ্গে ওই বৈঠকে অংশ নেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, পঞ্চম যুক্তরাষ্ট্র-ভারত (২+২) মন্ত্রী পর্যায়ের এই সংলাপে আস্থা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের অগ্রগতির বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অংশীদারত্বের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন তাঁরা। চার দেশীয় জোট কোয়াডের মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি অবাধ, মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিশ্চিতে নিজেদের জোরালো অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেন দুই দেশের মন্ত্রীরা। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন ও আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। ইসরায়েলে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা এবং গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের জন্য মানবিক ত্রাণসহায়তা পৌঁছাতে ওই অঞ্চলের অংশীদারদের সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তাঁরা।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রা সংবাদ সম্মেলনে জানান, ওই বৈঠকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়েও দুই দেশের নেতারা আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি যথেষ্ট চাপও সৃষ্টি করে চলেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশের জন্য তাদের নতুন ভিসা নীতিও ঘোষণা করে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা যথেষ্ট সক্রিয়ও। সেই সক্রিয়তার কারণে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েনও সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওই সক্রিয়তা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে বলে ভারতের আশঙ্কা। কারণ, ভারত মনে করে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দেবে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাবও মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যাবে, যা ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই ব্যাখ্যা ভারত আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে নানাভাবে জানিয়েছে। গতকাল দুই দেশের বৈঠকেও তা নতুন করে জানানো হলো।

সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবকে সরাসরি এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিনয় কোয়াত্রা বলেন, ‘বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের অবস্থানের কথা পরিষ্কারভাবে আমরা জানিয়েছি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যত্র আঞ্চলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের মনোভাবের কথা ওদের (যুক্তরাষ্ট্র) স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।’

সেই ধারণা কী, বিনয় কোয়াত্রা তা-ও জানাতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন কেমন হবে, নির্বাচন কেমন হবে, তা সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের জনগণই তা ঠিক করবেন। তাঁরাই তাঁদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন।

বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত। সে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি ভারত শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশকে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে সে দেশের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারত বরাবর সমর্থন করে আসছে। সেই সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

ভারতের এই মনোভাবের কথা গত বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়েও জানিয়েছিলেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি। কিন্তু একই কথা ২+২ বৈঠকের পর জানানোর অর্থ, বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে ভারত এখনো সহমত নয়।

পাশাপাশি ভারত আরেকবার বুঝিয়ে দিল, নির্বাচনমুখী বাংলাদেশের পাশে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রকেও গতকাল সেই বার্তা আরেকবার দেওয়া হলো।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কেমন ছিল, সে ব্যাপারে কোনো আভাস অবশ্য পররাষ্ট্রসচিব দেননি। তিনি শুধু বলেন, তৃতীয় কোনো দেশের নীতি নিয়ে মন্তব্য ভারত সমীচীন মনে করে না।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অবস্থানে কখনো পরিবর্তন আসেনি। এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করছে, তা ভারত পছন্দ করছে না। ভারতের মনোভাব, ভারত কী চায়, তা এর আগেও যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছে। শুক্রবারও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হলো। বুঝিয়ে দেওয়া হলো, একটা গণতান্ত্রিক দেশের ওপর এভাবে চাপ সৃষ্টি করা ভারত অনুমোদন করে না।

পিনাক রঞ্জন বলেন, বারবার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথা বলার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ধরে নিচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন ঠিকমতো হবে না। তাই নানা রকম নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছে ও চাপানোর হুমকি দিচ্ছে। ভারত এই বাইরের হস্তক্ষেপ বা এক্সটার্নাল ইন্টারফিয়ারেন্সও অনুমোদন করে না। বিশেষত সেই হুমকি যখন বাংলাদেশের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত প্রতিবেশীকে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের কাছে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা জরুরি। সে কথাও যুক্তরাষ্ট্রকে জানানোর মধ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, এত বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

গাজায় হাসপাতালে ইসরায়েলে হামলা, মৃত্যুর প্রহর গুনছে ৪৫ শিশু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বৃহত্তম হাসপাতাল আল-শিফায় হামলা চালিয়েছে হানাদার ইসরায়েল। ফলে হাসপাতালটিতে এখন মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে হাসপাতালের জেনারেটর ব্যবস্থা। এতে সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন রোগীরা।

শনিবার (১১ নভেম্বর) গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালের ইনকিউবেটরে থাকা ৪৫ শিশুও মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

তিনি বলেন, আল-শিফা হাসপাতালের ইনকিউবেটরে থাকা এক শিশু এরইমধ্যে মারা গেছে।

গাজার উপ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউসেফ আবু আলরিশ বলেন, আল-শিফা হাসপাতালের ভেতরে ইনকিউবেটরে ৪৫টি নবজাতক শিশু রয়েছে। এই হাসপাতাল বর্তমানে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) হামলা চালাচ্ছে। ইসরায়েলি স্নাইপাররা হাসপাতালের চারদিকে অবস্থান নিয়েছে। আকাশ থেকে ড্রোন তাক করে আছে। হাসপাতাল থেকে কেউ বের হওয়ার চেষ্টা করলেই তাকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে সৈন্যরা।

আলরিশ আরো বলেন, এই শিশুরা মৃত্যুর সাথে লড়ছে। আমরা সম্পূর্ণ আটকা পড়েছি। বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াই এখানে পড়ে আছি। আমরা মৃতদের দাফনও করতে পারছি না।

হাসপাতালের পরিচালক বলেন, হাসপাতাল ভবনটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং যে কোনো চলন্ত ব্যক্তিকেই ইসরায়েলি বাহিনী লক্ষ্যবস্তু করছে।

ফিলিস্তিনে রেড ক্রিসেন্টের প্রধান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকদের গাজা থেকে উৎখাত করার জন্য সেখানকার হাসপাতালগুলোকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।

গাজায় অর্ধেকেরও বেশি বাড়িঘর ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা দখলদার ইসরায়েলের বিরামহীন হামলায় অর্ধেকের বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রায় ৪০ হাজার বাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

শুক্রবার (১০ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে গাজার তথ্য মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। এর আগে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, এক মাসে গাজায় ৫০ শতাংশ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। সহকারী মহাসচিব ও আরব রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির আঞ্চলিক ব্যুরোর পরিচালক আবদুল্লাহ আল দারদারি এবং পশ্চিম এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের নির্বাহী সচিব রুলা দাশতি গত বৃহস্পতিবার এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে গাজার এক মাসের ধ্বংসযজ্ঞের এ চিত্র তুলে ধরেন। এ বিষয়ে গতকাল গাজার তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, আবাসন ও অবকাঠামো খাতের প্রতিটিতে ২০০ কোটি ডলার করে ক্ষতি হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আরো দাবি করা হয়, ৭ অক্টোবর হামলা শুরুর পর গাজায় এ পর্যন্ত ৩২ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

শান্তির একমাত্র উপায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা: সৌদি যুবরাজ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান সংকট নিরসনে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে শুরু হয়েছে জয়েন্ট আরব ইসলামিক এক্সট্রাঅরডিনারি সামিট।

শনিবার (১১ নভেম্বর) সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন শুরু হয়।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনে আরব লীগ নেতাদের উদ্দেশে সৌদি যুবরাজ বলেন, গাজায় সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সব জিম্মি ও বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

তিনি বলেন, এটি এমন এক মানবিক বিপর্যয়, যা ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের চরম লঙ্ঘন বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দ্বৈতনীতির প্রমাণকে স্পষ্ট করেছে।

মোহাম্মদ বিন সালমান বলেন, এখন শান্তির একমাত্র উপায় হলো- ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও অবৈধ বসতি স্থাপনের অবসান, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিষ্ঠিত অধিকার পুনরুদ্ধার এবং ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

একই সম্মেলনে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই তার দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা পালন করতে হবে, যাতে অবিলম্বে আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়।

তিনি বলেন, আমরা মার্কিন প্রশাসনকে ইসরায়েলের আগ্রাসন এবং আমাদের পবিত্র স্থানের দখল ও সেখানকার পবিত্রতা লঙ্ঘন বন্ধের আহ্বান জানাই।

মাহমুদ আব্বাস বলেন, আমাদের নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের জন্য আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রয়োজন এবং আমরা তা চাই। কেননা পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর পাশাপাশি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা প্রতিদিনই হামলা করছে।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট বলেন, এজন্য কোনো সামরিক ও নিরাপত্তা সমাধান গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এখানে সবই ব্যর্থ হয়েছে। গাজা বা পশ্চিম তীর থেকে আমাদের জনগণকে বাস্তুচ্যুত করার যেকোনো প্রচেষ্টা আমরা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছি।

এবার অ্যাকশন নেওয়ার সময় এসেছে: ইরান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের ওপর দখলদার ইসরায়েলের চলমান হামলার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। শুক্রবার (১১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচারে হামলার প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি)। রোববার (১২ নভেম্বর) এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে যুদ্ধের বিষয়ে আরব লীগ নেতাদের জরুরি বৈঠকের একদিন পর রোববার এই সম্মেলন হওয়ার কথা। ওআইসি গাজায় বেসামরিক মানুষদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এটি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। শনিবার সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় তেহরানের বিমানবন্দরে ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলার বিষয়ে কথা বলার পরিবর্তে এখন পদক্ষেপ নেয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, গাজা নিয়ে এখন কথা বলার পরিবর্তে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আজকে ইসলামী দেশগুলোর ঐক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুলহাইয়ান ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গাজার নাগরিকদের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধের কারণে সংঘাতের পরিধি বাড়ার সম্ভাবনা এখন অনিবার্য।

তিনি আরো বলেন, ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন এবং গাজার অবরোধ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে কীভাবে রাজনৈতিক উপায় ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে দুই দেশ আলোচনা করেছে।

শুক্রবার ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দেশটি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীর মিলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ২০৮ জনে। আহত হয়েছে আরও অন্তত ২৯ হাজার ৫০০ জন।

২৪ ঘণ্টায় ১৪০০ ভূমিকম্প দেখল আইসল্যান্ড: অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কায় ভূমিকম্পের পর আইসল্যান্ড জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার ৪০০টি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে দেশটিতে।

কর্তৃপক্ষ সতর্কতা হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর গ্রিন্দাভিকে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অক্টোবরের শেষ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম আইসল্যান্ডে ২০ হাজারের বেশি কম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। আইসল্যান্ডের সিভিল প্রোটেকশন এজেন্সি (আইএমও) বলছে, 'বর্তমানে তৈরি হওয়া ম্যাগমা বা গলিত শিলা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর গ্রিন্দাভিকে পৌঁছে যেতে পারে। তাই সবাইকে সরে যেতে সতর্ক করা হয়েছে।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি আরো বলেছে, স্থানীয়দের অবশ্যই শহর ছেড়ে যেতে হবে। তবে খুব জরুরি স্থানান্তর নয়। সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। তাৎক্ষণিক কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তবে প্রধান লক্ষ্য গ্রিন্দাভিক বাসিন্দাদের প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গ্রিন্দাভিক শহরে চার হাজার লোকের বসবাস। গতকাল ওই বিবৃতিতে আইএমও বলেছে, 'ভূমিকম্পের কার্যকলাপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। দিনব্যাপী কম্পন জানান দিচ্ছে, ম্যাগমা গ্রিন্ডাভিকের দিকে এগিয়ে আসছে। ম্যাগমা সম্ভবত শহরের নিচে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি কোথায় বা কিভাবে আবির্ভূত হতে পারে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।' তারা জানায়, খুব বেশি পরিমাণে ম্যাগমা (গলিত শিলা) ভূগর্ভে ছড়িয়ে পড়ার কারণে তারা উদ্বিগ্ন। রেইকজেনেস উপদ্বীপের পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩ মাইল নিচে ভূমিকম্পগুলোর উৎপত্তি হচ্ছে। আইসল্যান্ডের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দেশটির রাজধানী রেইকিয়াভিকের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'ফ্যাগ্রাডালসফজাল' সক্রিয় আগ্নেয়গিরির কাছে একটি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গলিত শিলা চলাচলের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তারা জানায়, 'ফ্যাগ্রাডালসফজালে ম্যাগমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে।'

আগ্নেয়গিরিটি রেইকজাভিক আইসল্যান্ড থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে রেকজেনেস উপদ্বীপে শেষ হিমবাহের সময়কালে গঠিত হয়েছিল।

২০২১ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রায় এক মাস আগে এই ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। যা ছয় মাস ধরে চলেছিল। এবারের ভূমিকম্পগুলো আঘাত হানতে শুরু করে গত ২৫ অক্টোবর থেকে। প্রতিদিন শত শত ছোট ভূমিকম্প উপদ্বীপকে কাঁপিয়ে তুলছে। আইএমও অনুসারে, ২৭ অক্টোবর থেকে এই অঞ্চলে স্থলভাগ ৯ সেন্টিমিটার বেড়েছে। এ ছাড়া গত বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এক হাজার ৪০০টি ভূমিকম্প উপদ্বীপে আঘাত হানে। যার মধ্যে দুটির মাত্রা ৫-এর বেশি ছিল এবং রিখটার স্কেলে কমপক্ষে সাতটি ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৪.৫। বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লেগুন জিওথার্মাল স্পা থেকে ২ মাইলেরও কম দূরে ঘটতে পারে। এই ঘটনায় আইসল্যান্ডের অন্যতম বৃহত্তম পর্যটন শহরটি কিছু সময়ের জন্য ব্যাবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এই অঞ্চলটিতে ২০২১ সালের অগ্ন্যুৎপাতের আগে ৮০০ বছর ধরে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপে সুপ্ত ছিল। প্রায় ৩০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আইসল্যান্ডে রয়েছে। দেশটি বিশ্বের ভৌগোলিকভাবে সবচেয়ে সক্রিয় অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যখন কঠিন শিলা গলে ভূগর্ভ থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে উঠে আসে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে লন্ডনে ৩ লাখ মানুষের বিক্ষোভ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মানবতার সব মূল্যবোধকে চূর্ণ করছে ইসরায়েল: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মাসব্যাপী অবিরত বোমা হামলা ও স্থল অভিযান চালিয়ে ইসরায়েল মানবতার সব মূল্যবোধকে চূর্ণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান। অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার ১৬তম শীর্ষ সম্মেলনের ভাষণে এরদোগান বলেন, ফিলিস্তিনিদের দুর্দিনে বিশ্ব আজ চুপ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারাও চুপ রয়েছে।

গাজাবাসীর জন্য কেউ কোনও কথা বলছেন না। এই পরিস্থিতিতে এরদোগান প্রশ্ন তোলেন, আজ যদি আমরা মুসলিম হিসেবে কথা না বলি আর কবে বলবো?

তিনি বিশ্বকে ইতিহাসের ন্যায়ের পক্ষে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, গাজার স্কুল, মসজিদ, গির্জা ও হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। তারা সমস্ত মানবিক মূল্যবোধকে চূর্ণ করছে। ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের মধ্যে ৭৩ শতাংশই নারী ও শিশু। এরদোগান বলেন, মিশরের সহায়তায় গাজার জন্য এল আরিশ বিমানবন্দরে ২৩০ টন মানবিক সহায়তা বহনকারী ১০টি বিমান পাঠিয়েছে তুরস্ক।

এদিকে হামাস পরিচালিত গাজার কর্তৃপক্ষ বলছে, গাজার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলা করেছে ইসরায়েল। এতে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। সব মিলিয়ে গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় অন্তত ১১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়। জাতিসংঘ এখনও শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, গাজায় যে হারে বেসামরিক নাগরিক মারা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পরিচালিত অভিযানে 'স্পষ্টভাবেই কিছু ভুল' রয়েছে। একইসাথে হামাস মানুষকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। গাজায় আটক ২৩৯ জন জিম্মির পরিবার তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার দাবি অব্যাহত রেখেছে। বিবিসি তাদের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে কথা বলেছে। বিবিসির আন্তর্জাতিক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে গাজায় প্রবেশ করেছেন। 'তিনি সেখানে কোনো ভবন অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাননি।' মূলত, সেখানকার সব ভবন ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯ মি.

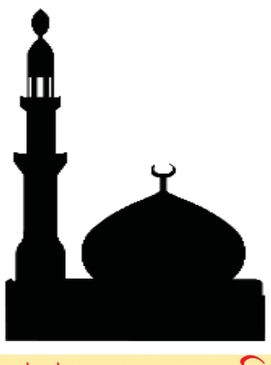

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৪	৫.৪৮
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৮	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

হাসপাতাল থেকে পালানোর চেষ্টা করা লোকদের গুলি করছে ইসরাইলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার আল শিফা হাসপাতাল থেকে পালানোর চেষ্টা করা লোকদের গুলি করছে ইসরাইলি বাহিনী। শনিবার (১১ নভেম্বর) ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এইড) গ্রুপ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) একাউন্টে লিখেছে, আল শিফা হাসপাতাল থেকে পালানোর চেষ্টা করা লোকদেরকে ইসরাইলি বাহিনী গুলি করে হত্যা করছে। আমাদের কর্মীরা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে।

এদিকে, ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, ইসরাইলি ট্যাঙ্কগুলো আল-কুদস হাসপাতাল থেকে মাত্র ২০ মিটার (৬৫ ফুট) দূরে ছিল। তারাও নিজেদের এক্স একাউন্টে লিখেছে, দখলদার বাহিনী সরাসরি হাসপাতালে গুলি চালিয়েছে। এতে বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও ভয় বিরাজ করছে।

গাজায় ইসরাইলের আক্রমণে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা বন্ধ না হলে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তর যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন লেবাননের সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সেকেন্ড ইন কমান্ড শেখ নাঈম কাসেম।

তিনি বিবিসিকে বলেন, 'এ অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুতর ও ভীষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং এর পরিণতি কেউ আটকাতে পারবে না।'

বিরতির পর কিয়েভে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। প্রায় দুই মাস বিরতির পর শনিবার এই হামলা চালানো হয়। চলতি শীতে ইউক্রেনে নতুন করে হামলা শুরু করেছে রাশিয়া। গত বছরও ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনাসহ বেশ কিছু জায়গায় হামলা চালায় মস্কো। এতে ইউক্রেনের বেশি কিছু অঞ্চল অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ৫২ দিনের দীর্ঘ বিরতির পর শত্রুরা কিয়েভের ওপর নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে।

ছারপোকার জ্বালায় নাজেহাল অবস্থা দক্ষিণ কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: শান্তি ছারখার করে দিয়েছে ছারপোকা। ঘরে-বাইরে সর্বত্র সয়লাব। ট্রেন-বাসের আসন, সিনেমা হল– কোথাও নিস্তার নেই। রক্তচোষা একরত্তি পোকাটিকে নিয়ে নাজেহাল দক্ষিণ কোরিয়া।

পর্যটকদের জমজমাট ভিড়ের মধ্যে এমন বিড়ম্বনায় শাঁখের করাতের মধ্যে পড়তে হয়েছে। একই উপদ্রব দেখা দিয়েছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনেও। ঐ দুই দেশ থেকে আসা পর্যটকদের দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। অন্য বিদেশি পর্যটকদের ক্ষেত্রেও আসামাত্র যাবতীয় জিনিসপত্র জীবাণুমুক্ত করতে বলেছে প্রশাসন। কিন্তু প্রাদুর্ভাবের এলাকাগুলো চিহ্নিত করে এখনই প্রকাশ করতে নারাজ সরকার, পাছে অতিমারির চোট সদ্য সামলে ওঠা পর্যটনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। অন্তত ত্রিশটি জায়গায় ছারপোকার উপদ্রব বেশি বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। যার অর্ধেকের বেশি রাজধানী সোলেতে।

প্রায় দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করে গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চার সপ্তাহের ছারপোকা-দমন অভিযান শুরু হয়েছে।

প্রশাসনের থেকে বলা হচ্ছে, গণপরিবহণ আর সিনেমা হল যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে। আপাতত ট্রেনের আসন জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে। পরে ক্রমশ কাপড় সরিয়ে প্লাস্টিকে মুড়ে দেওয়া হবে। বাস ও ট্যাক্সি দিনে দু'বার পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে।

হজ ● উমরাহ ● জিয়ারত

মদিনা ট্রাভেলস

Gov. Reg. IV-1603-00060

গ্রাম ও পোস্ট: চৌহাটি, থানা সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯

মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭

আপনি কি ২০২৩-২৪ এ হজে যেতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন। কম খরচে উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

গ্রীন প্যাকেজ ৯৫,০০০ টাকা

সঙ্গে বিশেষ উপহার সাইড ব্যাগ, নামাজ পাটি, সাতদানা, তসবি, মেসওয়াক, গাইড বুক এবং জমজম পানি

নর্মাল প্যাকেজ ৮৫,০০০ টাকা

আগামী ২৪ নভেম্বর গ্রুপে যাচ্ছেন সভাপতি মুফতি লিয়াকত সাহেব, শাইখুল হাদিস, যুগদিয়া ফোন: ৯৭৩৩৫৬৪২১৬

১৫-১৭ দিনের জন্য উমরাহ স্পেশাল ব্যবস্থা

সমস্ত উমরাহ ও জিয়ারত অভিজ্ঞ আলেম গাইড দ্বারা সুব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনা হোটেলে খুব কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ● ৩ টাইম বাঙালি রুচি সম্মত খাবারের ব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনায় সমস্ত জিয়ারত ও সাইড সিনের ব্যবস্থা

কম খরচের জন্য যোগাযোগ করুন: আরিফ ভাই (কলকাতা, জাকারিয়া স্ট্রিট) 9339679880 ● মাস্টার হাজি আবু তাহের (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ) 9609448374 ● মাও. মহাসিন (গঙ্গাসাগর) 7060116520 ● হাজি নুর মহম্মদ (পাগলাচণ্ডী, পলাশি, নদিয়া) 8900022965 ● মাও. সফিক (উত্তর ২৪ পরগনা) 7602158791 ● মাস্টার আব্দুল্লা সরদার (নজরুল সরণী, বারুইপুর) 9836750475 ● ডা. সফিউল্লা (রায়দিঘি, কৌতলা) 8972989711 ● হাফেজ হাবিবুর রহমান (কামালগাজি) 993390506 ● হাজি আব্দুর রহমান (খাসমল্লিক) 8748607392

প্রথম নজর

মাদ্রাসা ও মসজিদের বেহাত হওয়া জমি উদ্ধার

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: দীর্ঘ আন্দোলনের পর মাদ্রাসা এবং মসজিদের জমি উদ্ধার করলো গ্রামবাসী। শনিবার সকালের দিকে নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের শুক্রাবাদ গ্রামের বেহাত হওয়া জমি উদ্ধারের জন্য চাষের জমিতে যৌথ উদ্যোগে পতাকা পুঁতে আসেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসী মাহিবুল্লাহ সেখ জানিয়েছেন, আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে শুক্রবাদ গ্রামে শুক্রাবাদ দারুল কেতাব অমুন্নাহ নেমে একটি দ্বীনি ইসলামিক মাদ্রাসা ছিল। এক সময়ে কোন এক অজ্ঞাত কারণে মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই মাদ্রাসা এবং মসজিদের নামে প্রায় ২৭ বিঘার বেশি জমিও ছিল। সে সময়ে আস্তে আস্তে মাদ্রাসাটি অবলুপ্তির পথে যাওয়ার সাথে সেই জমিগুলি মাদ্রাসা ওমসজিদের কাছ থেকে বে হাত হয়েও যায়। ইতি মধ্যে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সূত্র মারফত গ্রামবাসী গ্রামের মাদ্রাসা এবং জমির হদিস জানতে পারেন। গ্রামবাসী সেই সূত্র ধরে একের পর এক তথ্য বার করতেই চক্ষু চড়ক গাছ। মেলে বিঘের পর বিঘে মাদ্রাসার জমির হদিস। বর্তমানে সেই জমি যারা চাষ করছেন, গ্রামবাসী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অনেক চাষি সেই জমি ফেরৎ দেওয়ার সম্মতি জানিয়েছেন। বাকি নয় বিঘা জমির বিতর্ক সৃষ্টি হলে সেই জমিতে গ্রামের পক্ষ থেকে পতাকা পুঁতে জমি উদ্ধারের জন্য চিহ্নিত করেন।

আরামবাগে ইসরায়েল বিরোধী মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আরামবাগ

আপনজন: ফিলিস্তিনবাসীদের উপর ইসরাইলের নির্মম অত্যাচারে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় হুগলী আরামবাগ শহরে। নেতৃত্ব দেন আরামবাগ শহরের বিশিষ্ট আলেম আলহাজ্ব মাওলানা ইসহাক, মাওলানা সাদ্দাম হোসেন, মাওলানা নুরুদ্দিন কাসেমী, হাফেজ মাওলানা মনির উদ্দিন, তারিক হোসেন, আসগার ইমাম, সেখ বেলাল, মীর আফসার আলী ইমাম মোয়াজ্জিন সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভায় সকলেই বক্তব্যে ইসরাইল পণ্য বয়কট করার ডাক দেন।

বাগদায় পীর আবু ইব্রাহিমের স্মরণ সভা

নুরুল ইসলাম খান ● বাগদা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা বাগদা বয়রা পুরো নন্দপুর গ্রামের মসজিদে গ্রামের উদ্যোগে মরহুম পীর আল্লামা আবু ইব্রাহিম মোঃ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী রহঃ এঁর স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জনাব হাফেজ সাইফুদ্দিন সাহেব। অত্র এলাকার ইমাম মাওলানা মোঃ নুর ইসলাম সাহেব এবং ফুরফুরা দরবার শরীফ হইতে হুজুর কেবলার দীর্ঘদিনের ছায়া সঙ্গী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালিম ।এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় হাজির ছিলেন।

তৃণমূলের শাসনামলে মুসলিমদের সরকারি চাকরির হার কমেছে

অভিযোগ নওশাদ সিদ্দিকীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসনামলে মুসলিমদের সরকারি চাকরির হার কমেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) বিধায়ক ও পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি শনিবার পূর্ব বর্ধমানে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময়ে ওই মন্তব্য করেন। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ও বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি এ দিন একইসঙ্গে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন । বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি আজ এ প্রসঙ্গে তৃণমূল সভানেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করে বলেন, '২০১১ সালের আগে 'দিদিমণি' (মমতা) মুসলিম বিপদে আছেন বলে অনেক চিন্তা করেছিলেন। মুসলিম ভাইরা মনে করেছিলেন, দিদি মনে হয় এবার তাদের উদ্ধার করবেন। এজন্য সবাই তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু কী দেখলাম আমরা? ২০১১ সালের আগে সরকারি চাকরিতে মুসলিম সমাজের হার ছিল তিনের বেশি চারের কম। ভালো কথা। 'দিদিমণি' ১২ বছর ক্ষমতায় এসেছেন, মুসলিমদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এসেছেন। কিন্তু মুসলিমদের উদ্ধার করার কথা বলে আজকে মুসলিমরা সরকারি চাকরিতে কত শতাংশ আছেন জানেন? এক শতাংশের নীচেয়! বিপদ থেকে উদ্ধার করার নামে আরও পিছিয়ে দিয়েছেন। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। আপনারা ভাবছেন বিজেপির হাত থেকে বাঁচতে আমাদের তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। কিন্তু বিজেপি সরাসরি বলে আর এরা পরোক্ষভাবে করবে। এটাই হচ্ছে পার্থক্য, আর কিছু পার্থক্য নয়।' বিজেপি এবং তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক বলেও মন্তব্য করেন 'আইএসএফ' বিধায়ক ও ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকি। প্রসঙ্গত, রাজ্যে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত করে ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল। সেই থেকে তারা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। তিনি উপস্থিত সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে ধর্মে-ধর্মে সংঘাত হলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করেন। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আপনারা চোখ-কান খোলা রাখুন। ধর্মে-ধর্মে বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু দিনের শেষে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, '২০১৪ সালের আগে অনেক শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল, হিন্দুরা বিপদে আছে। আমরা ভাবছিলাম হয়তো হিন্দু ভাইরা উপকৃত হবেন। কিন্তু ২০২৩ সালে কী দেখলাম, হিন্দু ভাইদের প্রায় ১২০০ টাকায় গ্যাস কিনতে হচ্ছে, মুসলিম ভাইকেও একই মূল্যে কিনতে হচ্ছে। ২০১৪ সালে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৫০ টাকার মতো ছিল, হিন্দু ভাইদের বাঁচাতে সেই পেট্রোল-ডিজেল লিটার প্রতি ১০০ টাকার কাছাকাছি কিনতে হচ্ছে' বলেও মন্তব্য করেন 'আইএসএফ' বিধায়ক ও ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকি ।

টাকীর বিজয়া সম্মিলনী থেকে বিজেপিকে নিশানা নারায়ণ গোস্বামীর

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান থেকে কার্যত ভারতীয় জনতা পার্টিকে হুঁশিয়ারি নারায়ণ গোস্বামীর। উঃ ২৪ পরগনা জেলার টাকীর সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলনী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী, বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দোপাধ্যায়, টাকী পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, টাকী টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ দাস, টাকী টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সীমা মুখার্জি সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে কার্যত ভারতীয় জনতা পার্টিকে হুঁশিয়ারি দেন নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রেখেছে। আমারা দিল্লিতে গিয়েছিলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাজ্যের অসহায় মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয়নি। এমন অমানবিক নির্যাতনের ফল ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি দেখতে পাবে। মানুষ এদের উপযুক্ত জবাব দেবে। এছাড়া পৌরসভার সদস্য ও তৃণমূল নেতৃত্বদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ করতে বলেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। টাকী পৌরসভার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সীমা মুখার্জি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, " কেন্দ্র শুধু বাংলার মানুষকেই বঞ্চিত করছে তা নয়। সারা দেশে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যার্থ হয়েছে মোদী সরকার। নামে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কিন্তু দেশে বেটিদের উলঙ্গ করে ঘোরানো হচ্ছে। যা দেশ তথা সারা পৃথিবীর মানুষের লজ্জা। তাহলে বেটি বাঁচবে কি করে আর পড়বেই কি করে? আগামী লোকসভা নির্বাচনে মানুষ তথা সারা ভারতের মহিলারা ভোট বাক্সে এর প্রতিশোধ নেবে।"

বিএড কলেজগুলোর অনুমোদন বাতিল নিয়ে তদন্ত হবে: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলতলি

আপনজন: পরিযায়ী উপাচার্যদের অনুপ্রবেশ যেন রাজ্যের সিস্টেম খারাপ করতে না পারে। এতগুলো বিএড কলেজের অনুমোদন কেন বাতিল করা হয়েছে তা শিক্ষাদপ্তর তদন্ত করে দেখবে বলে কুলতলিতে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কুলতুলির জামতলায় বিজেপির পালটা সভা ছিল তৃণমুলের। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সভার তিনদিনের মাথায় পালটা সভা করে তৃণমূল। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিধায়ক শওকত মোল্লা ও কুলতুলির বিধায়ক গনেশ মন্ডল। কুলতলিতে এসে বিধায়ক গনেশ মন্ডলকে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে পোরার হুমকি দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তারই পালটা এই সভায় বিজেপিকে তুলোধনা করেন শওকত মোল্লা ও গনেশ মন্ডল। শওকত মোল্লা জানান, এই জেলায় তৃণমুলের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকতেই পারবে না বিরোধীরা। জেলার সবকটি লোকসভা আসন যাদবপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ডহারবার সহ সবকটি আসনই তৃণমূল জিতবে । অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যেই দাঁড়াক তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। সুকান্ত কুলতলিতে কুৎসা করতে এসেছিল বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উত্তর প্রদেশ ও ত্রিপুরায় বিজেপির গুন্ডা বাহিনী তৃণমূলের ওপর হামলা চালায়। আমরা চাইলে কুলতলিতে বিজেপিকে ঢুকতে দিতাম না। কিন্তু এরাজ্যে মমতা বন্দোপাধ্যায় বিরোধীদের সন্মান দেয়। বাংলায় জিততে না পারার কারণেই আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ রেখেছে বলে অভিযোগ করেন ব্রাত্য বসু। সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ডও করার সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। আম্বানি আদানির বিরুদ্ধে মুখ খোলাতেই এই প্রতিহিংসা। যে চারটি রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে সব জায়গাতেই বিজেপি হারবে। নওশাদ আর কোনোদিন বিধায়ক হিসেবে জিতবে না। পিপিলীকার পাখা উড়ে মরিবার তরে বলেই নওশাদ ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াতে চাইছে। ওর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে দাবি শিক্ষা মন্ত্রীর।

বেসরকারি বিএড কলেজ মালিক সংগঠনের দাবি

বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার কোনও অধিকার নেই উপাচার্যর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার কোন অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। যেহেতু বর্তমান উপাচার্য আদালতের নির্দেশে দায়িত্বভার সামলেছেন, তাই কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সে ক্ষেত্রে ইসি মিটিং করে নিতে হবে। অথচ গতকাল পর্যন্ত কোন ইসি মিটিং হয়নি। তাই অনুমোদন বাতিলের কোনো সিদ্ধান্ত উপাচার্য নিতে পারেন না - এমনই দাবি করলেন বিএড কলেজ মালিক কর্তৃপক্ষ। শনিবার বোলপুরে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাগৃহে রাজ্যের ৩০০টিও বেশি বিএড কলেজ মালিক ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে এদিনের রাজ্য কনভেশন থেকে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব 'অনৈতিক' কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এদিনের রাজ্য কনভেশনে বক্তারা আশংকা করেন যে এজেন্সির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপাচার্য হয়তো এই ধরনের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শুক্রবার রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের বিএড বিশ্ববিদ্যালয় বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তার ২৪ঘন্টার মধ্যেই আজকের এই রাজ্য কনভেশন করে উপাচার্যের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন তারা। এদিন বোলপুরে রাজ্য কনভেনশনে কলেজ মালিকরা অভিযোগ করেন, যে সমস্ত কলেজকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বহু কলেজই অস্তিত্বহীন। পাশাপাশি তারা প্রশ্ন তোলেন বিচারাধীন বিষয় বা সাবজুডিস বিষয়ে কিভাবে উপাচার্য মন্তব্য করেন। কলেজ মালিকদের অভিযোগ রাজ্যের ৬০০টি মত বেসরকারি কলেজ রয়েছে, যেগুলি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি পাবার পর কেন্দ্রের এনসিটিই থেকে কলেজ চালানোর প্রয়োজনীয় অনুমতি পায়। ফলে কোন কলেজের অনুমোদন বাতিল করতে হলে সেটা একমাত্র এনসিটিই করতে পারে। এদিনের সমাবেশ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করে ছাত্র ভর্তির লিংক দেওয়া হচ্ছে কলেজ গুলিকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আব্দুল রউফ অভিযোগ করেন যে তার কাছে ৮ লক্ষটাকা চাওয়া হয়েছে ছাত্র ভর্তির প্রয়োজনীয় লিঙ্ক দেবার জন্য। বহু কলেজ মালিকই এই অভিযোগ স্বীকার করেছেন। এদিনের কনভেনশনের আহ্বায়ক মলয় পীট জানান, "উপাচার্যের চেয়ারটি একটি দায়িত্বশীল চেয়ার। আমরা আশা করব, খুব শিগগিরই ওই চেয়ার থেকে অন্য কোন বক্তব্য আসবে। রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী এবং সংবেদনশীল সরকার রয়েছেন, তারা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।" তিনি আরো জানান যে রাজ্য সরকারের পরামর্শে তারা আগামী দিনের যাবতীয় পদক্ষেপ নেবেন। তিনি দাবি করেন যে রাজ্য সরকার তার তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন

বার্ধক্য ভাতার তালিকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত একজন

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের অন্তর্গত কুলি চৌরাস্তা মোড়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহতো এক জন।

জানা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের খোর্জুনা গ্রাম পঞ্চায়েতে গত বুধবার এলাকার কিছু লোক গিয়ে বাধ্যকতা লিস্ট চাই। এবং কিছু লোক এই লিস্টে বিরোধিতা করেন। তারপরেই শুরু হয় বাগযুদ্ধ, পরিস্থিতি পৌঁছে যায় হাতাহাতিতে। সেদিন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও একদিন পরে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কুলি চৌরাস্তা মোড়ে আবার সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আক্রমণ করা হয় মিরাজুল সেখ নামে এক ব্যাক্তিকে। এলাকার মানুষ খবর দেন বড়ঞা থানায়। কুলি চৌরাস্তা মোড়ের ঘটনায় নিয়ন্ত্রণে করেন বড়ঞা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আহত মিরাজুলকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় বড়ঞা গ্রামীণ হসপিটালে। আহত দের মধ্যে মিরাজুলশেখ নামে এক ব্যক্তিকেকে প্রথমে বড়ঞা গ্রামীণ হসপিটালে ভর্তি করা হয় । তার শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ থাকায় তাকে সেখান থেকে কান্দি মহাকুমা হসপিটালে রেফার করা হয়। বর্তমানে মিরাজুল সে কান্দি হসপিটালে চিকিৎসাধীন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় ১১ জন ব্যক্তির নামে বড়ঞা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। এলাকায় যদিও এই সংঘর্ষটি দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু। আকার ধারণ করে। বর্তমানে এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। কংগ্রেসের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা কংগ্রেসের কর্মীদের উপর অন্যায় ভাবে হামলা করেছে। যদিও তৃণমূল ব্লক সভাপতি রবিন কুমার ঘোষ বলেন এই বিষয়ে তৃণমূল যুক্ত নয়, ওদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার ।

সুস্থ হয়ে উঠে কালীপুজোর সূচনা অনুষ্ঠানে সাংসদ আবু তাহের

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন: অসুস্থতা কাটিয়ে বেশ কিছুদিন পর অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান। শনিবার সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জ বাগডহর মোড়ে কালীপুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন তিনি। প্রায় সাত মাস অসুস্থ ছিলেন আবু তাহের। গত কয়েকদিন আগে করিমপুরে তারপর নওদায় বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেন তিনি। শনিবার জিয়াগঞ্জের পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত হন তাহের। রাজনীতির ময়দানে কবে ফিরছেন তিনি তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা যথেষ্ট রয়েছে। তবে তিনি বর্তমান সাংসদ হওয়ায় রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন বলেই তার দাবি। বাগডহর পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

আলপনাতে সেজে উঠল গলসি থানা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: কালীপূজা উপলক্ষে গলসি থানা গ্রামরক্ষা বাহিনী প্রতিবছরই বিভিন্ন কর্মসুচী নিয়ে থাকে। সেই কর্মসুচীকে অন্যমাত্রা দিতে এবার রং তুলি দিয়ে আলপনা সাজালো এলাকার অঙ্কন শিল্পীরা। তাদের তুলিতে সুন্দর ভাবে উঠল গলসি থানার প্রবেশ পথ। গলসি এলাকায় এমন কাজ প্রথম দেখতে পেয়ে ওই কাজের প্রশংসা করেছেন থানায় আগত স্থানীয় মানুষজন। জানাগেছে, রং ও তুলি আর্ট স্কুলের অঙ্কন শিক্ষক জাহাঙ্গীর মল্লিক ও তার ছাত্রছাত্রীরা ওই কাজ করেছেন। স্থানীয় ১৮ জন শিল্পী তাদের শিল্পকলা রং তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। এদিন অঙ্কন শিল্পী সুমনা সোরেন পেনসিল স্কেচ করে থানার ওসি দীপঙ্কর সরকারের একটি ছবি অঙ্কন করে তাকে উপহার দেন। তিনি বলেন, ওসি সাহেবের ছবি যোগার করে পেনসিল স্কেচ করে তাকে উপহার দিয়েছেন। শিল্পীদের কাজের প্রশংসা করেছেন ওসি দীপঙ্কর সরকার সহ অনেক পুলিশ অফিসার।

মমতাকে প্রধানমন্ত্রীরূপে চান ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই মন্তব্য ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব । সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আগামী দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই বললেন ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ । শেখ হামিদ জানান , বাংলা কোথাও পিছিয়ে নেয় বাংলা এগোতে জানে বাংলাই একমাত্র পথ দেখাতে জানে । তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রীকে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হয় তাহলে দেশের অর্থনীতি বিদেশ নীতি সবকিছুই সঠিক হবে । সকল স্তরের মানুষ হাসবে ছাত্ররা হাসবে বয়স্করা হাসবে কৃষকরা হাসবে । ভারত বর্ষ শস্য-শ্যামলায় পরিণত হবে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খালনায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাঘরোল

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: আবারও পথদুর্ঘটনায় নিহত হল রাজ্য প্রাণী বাঘারোল বা গোবাঘা।শনিবার সকালে আমতা কেন্দ্রের জয়পুর থানার অন্তর্গত খালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ খালনার মোষগোলিতে একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বাঘারোল কে মৃত অবস্থায় দেখতে পায় খালনা ঘোষ পাড়ার বাসিন্দা সুমন ঘোষ।উনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেন মেরিনার্স এরিনা ফাউন্ডেশন এর সদস্য দেবরাজ আড়ু এবং দ্বীপ ঘোষ এর সাথে।সংগঠনের ওই সদস্যরা এসে দেখেন যে, পূর্ণ বয়স্ক বাঘরোল-টি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে!মৃত ওই বাঘারোল টির ময়না তদন্তের জন্য বনদপ্তরের আধিকারিক দের সাথে যোগাযোগ করেন।এবং বনদপ্তরের কর্মীরা এসে বাঘরোল-টিকে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

বিপুল পরিমাণে ফেনসিডিল উদ্ধার সীমান্তে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাংলাদেশে পাচারের আগেই বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল উদ্ধার বিএসএফের। রাতের কুশায়ার সুযোগে সীমান্ত পেরিয়ে ফেন্সিডিল পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। সেই চেষ্টা বানচাল করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরা,ঘটনাটি ঘটেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জলঙ্গীর ১৪৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সাগরপাড়া বিওপি এলাকায়। রাতের দিকে কুয়াশার সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফেন্সিডিল পাচারের চেষ্টা করছিল, সেই সময় সাগরপাড়া বিওপি পয়েন্টের কর্তব্যরত বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা মানুষের চলার শব্দ বুঝতে পেরে তাদের ধাওয়া করে।সেই সময় পরিস্থিতি খারাপ বুঝতে পেরে পাচারকারীরা ফেন্সিডিলের বস্তা ফেলে পালিয়ে যায় রাতের অন্ধকারের সুযোগনিয়ে লুকিয়ে যায় পাচার কারিরা, বিএসএফ জওয়ানেরা রাতের ফেলে যাওয়া বস্তায় থাকা ৫১২টি ফেন্সিডিল বোতল উদ্ধার করেন । বিএসএফ বুঝতে পারে আরো ফেন্সিডিলের বস্তা ফেলে পালিয়েছে পাচারকারীরা।

প্রথম নজর

মদ বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: এলাকায় মদ বিক্রির দাপট কমাতে এবার পথে নামলেন মহিলারা। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচক থানার বীরনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনঘরিয়া গ্রামে। মহিলারা রাস্তা অবরোধ করে মদ বিক্রির প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য মদের দৌরাত্ম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন গ্রামের মানুষ। বিশেষ করে মহিলারা। বেশ কয়েক মাস থেকে চলছে এই মদের দৌরাত্ম্য। তাই মদ বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদে নামেন মহিলারা। তাদের দাবি অবিলম্বে মদবিক্রি বন্ধ করতে হবে, তানা হলে বড়সড় আন্দোলনে নামবেন তাঁরা বলে প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন তারা। গ্রামবাসীদের দাবি, মদের এই অশান্তিতে প্রভাব পড়ছে গ্রামের মানুষের মধ্যে। চুরি, মারপিট, মেয়েদের উপর ইভটিজিং সহ অবাঞ্ছিত ঘটনার জেরে মহিলারা অতিষ্ঠ। মদ্যপদের ভয়ে মেয়েরা বাইরে বেরতে পারছেন না। অতিষ্ঠ হয়ে শনিবার দুপুরে একদল মহিলারা হাজির হন কালিয়াচক থানার সামনে। থানার সামনে এসে ক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। পুলিশকে বিষয়টি জানানোর জন্য এখানে এসেছেন। অশান্তি মধ্যে রয়েছি আমরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক মহিলা জানান মহিলা বলেন, 'এলাকায় মদের ভাটি হওয়ার ফলে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। অন্যান গ্রামের মাতালরা এসে ভিড় জমাচ্ছেন আমাদের গ্রামে। নেশা করে বাড়িতে বাড়িতে স্বামীদের সঙ্গে অশান্তি বেড়েছে আমাদের। গ্রামের মহিলারা আমরা অশান্তিতে রয়েছি। আমরা এখন পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।' বিধায়ক চন্দনা সরকার এ প্রসঙ্গে জানান, 'মদ খেয়ে অশান্তির ঘটনা কোনভাবে কাঙ্খিত নয়। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি ওই গ্রামে। গুরুতর অভিযোগ এটি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শয়ে শয়ে রেশনের আটার বস্তা উদ্ধার, চাঞ্চল্য তাহেরপুরে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

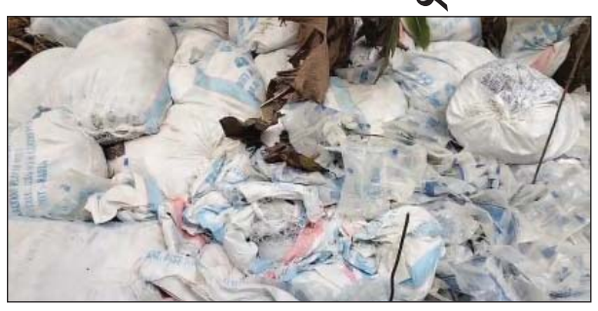

আপনজন: রাজ্য জুড়ে রেশন দুর্নীতির তোল পাড় আট পাচারে চক্রের পর্দা ফাঁস। নদিয়ার কলাবাগানের ভিতর থেকে উদ্ধার শয়ে শয়ে রেশনের আটার বস্তা। যাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ঘটনাটি শনিবার তাহেরপুর থানার বিননগর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চরক ডাঙ্গাপাড়া এলাকার। স্থানীয়দের দাবি,ওই এলাকার প্রশান্ত পাল নামে এক ব্যক্তি এলাকারই বেশ কয়েকটি রেশন ডিলারের কাছে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিত। আগে পেশায় ভ্যান চালক ছিলেন, হঠাৎই ফুলে ফেঁপে যায়।ওই ব্যক্তির বাড়ির কলাবাগানে প্যাকেটে সরকারি সিল মারা আটার বস্তা পাওয়া যায়। পাশাপাশি কয়েকশ খালি বস্তাও পাওয়া যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ,ওই ব্যক্তি সরকারি শিলমারা আটার বস্তা থেকে আটা বের করে লোকাল ব্যান্ডের স্টিকার মেরে তা খোলা বাজারে তা বিক্রি করতো, আজ ওই ব্যক্তির কুকীর্তি সকলের নজরে পড়ে, এরপরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে যায় রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, এরপর রেশন দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন সাংসদ। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী,এছাড়াও অভিযুক্ত প্রশান্ত পাল নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। যদিও গত কয়েক মাস ধরেই ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা রেশন দুর্নীতি সম্পর্কে দফায় দফায় তল্লাশি এবং অভিযান চালাচ্ছেন, আর তারি মাঝে বিননগরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আরো একবার ভাবাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে।অন্য পাল নামে এক যুবক বলেন,প্রশান্ত পাল নামে ওই ব্যক্তি আগে মোটর ভ্যান চালাতেন এক রেশন চা ও আটা রেশনে ডিলারদের কাছে কম দামে সেটা নতুন করে প্যাকে আবার বিক্রিয় করতে। এবং এলাকাবাসী তার কলাবাগান ভিতরে দেখতে শত শত আটার বস্তা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত রেশন ডিলার পালতক বাগানে ভিতরে পড়ে রয়ছে আট,চাল বস্তা যেখানে রাজ্য জুড়ে রেশন দুর্নীতির তোল পাড় আট পাচারে চক্রের পর্দা ফাঁস।কোথা থেকে এলো আটা চাল সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বাড়ি থাকা আটা চাল উদ্ধার করছে পুলিশ। পুলিশ ঘিরে চোর স্লোগান দিতে থাকে এলাকাবাসী। অভিযুক্ত ডিলার পলাতক।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে সরব তৃণমূল নেতারা

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ওপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি ইডি, সিবিআই-এর অতি সক্রিয়তার আবহে, লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বিজয়া সম্মিলনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনকে মজবুত করতে তৎপরতা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এরই অংশ হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর বিধানসভার সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন স্বরূপনগরের বিধায়ক তৃণমূল নেত্রী বীনা মন্ডল সহ স্বরূপনগর উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ব্লকের তিন সভাপতি জিয়াউর রহমান, কিংকর মন্ডল এবং অলোক মন্ডলরা। গত মাসে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লিতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল বাংলার শ্রমিকরা। রাজ্যে ফিরে একই দাবিতে রাজভবন অভিযান, রাজভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ সহ একাধিক প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

সম্প্রতি তৃণমূল নেতৃত্বরা সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দাবিতে সরব হচ্ছেন।

এ দিন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার স্বরূপনগর উত্তর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জিয়াউর রহমান বিথারী দলীয় কার্যালয় থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক এবং আঞ্চলিক নেতৃত্বরা। পাশাপাশি স্বরূপনগর দক্ষিণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিংকর মন্ডল স্বরূপনগর দলীয় কার্যালয় থেকে বিধায়ক বীনা মন্ডলের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। অন্যদিকে স্বরূপনগর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অলোক মন্ডলের নেতৃত্বে সাকদা বাজারে এ দিন বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীনা মন্ডল, জেলা যুব সভাপতি নিরুপম রায়, গোবরডাঙ্গার পুরপ্রধান শংকর দত্ত প্রমুখ। সভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্বরা সাধারণ মানুষকে তৃণমূলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুলিশি হানায় গ্রেফতার ১১ জন জুয়াড়ি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গোপন সূত্রের খবরের মাধ্যমে কালীপুজোর আগেই গতকাল রাতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে নৈশ টহল চলাকালীন গোপন সূত্রে খবরের মাধ্যমে ময়না এলাকায় জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি হোটেলে অভিযান চালায় গাজোল থানার পুলিশ। পুলিশি অভিযানের গ্রেপ্তার হয় ১১ জন জুয়ারী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় দুই লাখ চব্বিশ হাজার টাকা বোর্ড মানি এবং জুয়া খেলার বেশ কিছু সামগ্রী। গ্রেফতার করা হয় জুয়ার বোর্ডে থাকা ১১ জনকে। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে হোটেল মালিককেও গ্রেফতার করে পুলিশ। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করলো গাজোল থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অন্যান্য দিনের মতো টহলদারি চললেও কালীপুজো উপলক্ষে বিশেষ টহল চলবে বিভিন্ন এলাকায়।

হুগলি জেলার হাজীগড়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: শনিবার হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম হাজীগড়ের হাজীগড় পাড়া ও চামট পাড়া স্মশান কালী পুজো কমিটি আয়োজিত ও পাশে আছি সামাজিক সংগঠন এর কর্ণধার সাহিল মল্লিকের সহযোগিতায় সারাদিন ব্যাপী হয়ে গেল এক রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ হানিফ, প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ অমিত ঘোড়ুই, গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দন্ডিচরণ ঘোষ, গুড়াপ বইমেলার সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট অভিনেতা জয়, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শিমুল দাস সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করতে এসেছিলেন বর্ধমানের একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক। রক্তদান শিবির চলে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। এর পরেই শুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান। "পাশে আছি" সামাজিক সংগঠনকে পাশে পেয়ে পুজো কমিটি জানান, তারা খুব আপ্লুত, তারা বলেন পাশে আছি যেভাবে আমাদের এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় দুস্থ অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করে চলেছে তা সত্যিই লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয়।

সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া সংস্থার পথ চলা শুরু ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: সাংবাদিকতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'শিক্ষাঙ্গন'-এর পথ চলা শুরু হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাশিপুরে। এদিন নাসরিন তথ্যমিত্র কেন্দ্র-এর দ্বিতলে এক ঘরোয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে উদ্যোক্তারা।শনিবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন চতুর্থ শ্রেণীর শিশু শিক্ষার্থী মুজতবা আল মামুন। তৃতীয় শ্রেণীর শিশু শিক্ষার্থী মুজতবা আল মামুন ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী তাবিয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন 'শিক্ষাঙ্গন'-এর পরিচালক সাংবাদিক পঞ্চায়েত কর্মী সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সাহিত্যিক মহম্মদ মফিজুল ইসলাম, ব্যাবসায়ী মোস্তফা আহমেদ, সমাজকর্মী ইন্তিয়াজ মোল্লা ও সাকির উদ্দিন মোল্লা। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ দীননাথ গোলদার, সাইদুল মোল্লা, ইমতিয়াজ হোসেন প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ও কেয়া ইসলাম। এদিন অতিথিরদের বরণ করে নেন 'শিক্ষাঙ্গন'-এর পড়ুয়া ফারহান তানভীর, বাকিবুল্লা গাইন, ফারুক হোসেনরা। এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টা নাগাদ। 'শিক্ষাঙ্গন'-এর কর্ণধার সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে এদিন বলেন, এখানে সংবাদ লেখনী, সংবাদ উপস্থাপন, খেলার ধারাভাষ্য, মঞ্চ সঞ্চালনা, বক্তব্য, বিতর্ক, আবৃত্তি হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি স্নাতক পাঠরত সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ-এর শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম ভিত্তিক শিক্ষা দান করা হবে। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা মাসিক ৩০ টাকার বিনিময়ে পড়া ও শেখার সুযোগ পাবেন।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পাথর চাপা পড়ে মৃত্যু

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: হায়দরাবাদে কাজে গিয়ে আবার এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। গত ছয় মাসে এই গঙ্গাসাগর থেকে অন্য রাজ্যে কাজে যাওয়া কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক, আর তাদের মধ্যে পাথরের কাজে করতে গিয়ে পাথর চাপা পড়ে মৃত্যু হয় শুভঙ্কর মাহাতো। রাজ্যে কাজ একশ দিনের কাজ বন্ধ তাই সংসার চালানোর জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে বহু যুবক, একশ দিনের কাজটা থাকলে অন্য রাজ্যে গিয়ে এইভাবে তরতাজা ছেলেদের মৃত্যু হতো না দাবি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের মনসা দ্বীপের খাস মহল গ্রামের ২২ বছরের শুভঙ্কর মাহাতো কাজে গিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের খাম্মাম এলাকায়।

দলীয় সমর্থকদের হাতে হামলার প্রতিবাদে মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: শুক্রবার বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার রুপুষপুর অঞ্চলের বারাবন গ্রামে দলীয় কর্মসূচি পালনের পর গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী ও জেলা পরিষদ সদস্য নবগোপাল বাউরীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। তৃণমূল ব্লক সভাপতির অভিযোগ খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা বারাবন গ্রামের বাসিন্দা আইনুস খাঁনের নেতৃত্বে দলীয় কর্মসূচির শেষে আচমকা রড, ইট, চেয়ার ইত্যাদি নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। লোকপুর থানার পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় উক্ত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেওয়ায় তাদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে কাঞ্চন অধিকারীর সমর্থকগন শনিবার খয়রাশোলে একটি ধিক্কার মিছিল ও পথ সভার আয়োজন করা হয়।মিছিলটি তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্মিত খয়রাশোল দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে স্থানীয় বাসস্ট্যান্ড, বাজার, থানা সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা শেষে বাসস্ট্যান্ডের কাছে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটির পুরোভাগে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা তথা তৃণমূল ব্লক সভাপতি কাঞ্চন অধিকারীর স্ত্রী আঁখি অধিকারী সহ কাঞ্চন অধিকারীর অনুগামীরা। এদিন আঁখি অধিকারী তার বক্তব্যে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি নিশানা করে বলেন হামলাকারীদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আটক করতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এছাড়াও একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন যারা হামলাকারী তারা দলের কেউ হতে পারে না।

ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মহিলার

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় নবগ্রামের বড়বাথান এলাকায়।

জানা যায় , মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের হরিপুর গ্রামের এক মহিলা ও তার ছেলে কালী পূজা উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বড়বাথান এলাকার লোকাল রাস্তায় সাঁকো সংলগ্ন জায়গায় বালি ভর্তি দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাক্টর ধাক্কা মারে , ফলে ঘটনাস্থলেই চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার।

জানা যায় ওই মহিলার নাম অপর্ণা মন্ডল ,বয়স আনুমানিক ৫৫ । স্থানীয়দের অভিযোগ এলাকায় বেড়ে চলেছে ট্রাক্টরের দাপট, প্রায়ই ঘটে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। তবে এটা থেকে পরিত্রাণ পাবে কবে সাধারন মানুষ প্রশ্ন বড়বাথান এলাকার মানুষের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় নবগ্রাম থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদেন্তর জন্য নিয়ে যায়।

বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সিক এবং পিট লাইন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শনিবার বালুরঘাট রেল স্টেশনে আসলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিয়ার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার।পাশাপাশি বালুরঘাট রেল স্টেশন কে কেন্দ্র করে চলা অন্যান্য কাজেরও অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন ডিআরএম। এদিন শুধু বালুরঘাট নয় জেলার আরো কয়েকটি রেলস্টেশন এর কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করতে যান তিনি। এদিনের এই পরিদর্শনে ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার এর সাথে উপস্থিত ছিলেন রেলের অন্যান্য আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার। বালুরঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'এখানে রেলের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের কাজ চলছে। বর্ষার কারণে খুব দ্রুত গতিতে কাজ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে দ্রুততার সাথে কাজ চলছে। আমরা চাইছি যত দ্রুত এই প্রজেক্ট এর কাজ সম্পন্ন করে ফেলতে। সিক এবং পিট লাইনের কাজ আগামী ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলা হবে। প্ল্যাটফর্ম নাম্বার ১ এর কাজও এই মাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে অতি দ্রুততার সাথে আমরা বাকি যত কাজ রয়েছে সেগুলো শেষ করে ফেলতে চাইছি।'

মাদ্রাসার অনুষ্ঠানে মন্তব্য সরদার আমজাদ আলীর

মৌলানা আজাদ দ্বীনি শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাকেও আত্মস্থ করেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেটিয়াবুরুজ

আপনজন: স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু একজন আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে দেশের শিক্ষার ভিত্তি তৈরীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এখানেই নিহিত আছে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব। আজ ১১ ই নভেম্বর শনিবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিনের এবং জাতীয় শিক্ষা দিবসে সাতঘরা হাই মাদ্রাসায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথাগুলি বলেন প্রাক্তন সাংসদ সরকার আমজাদ আলী।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মতো এই দিনটি সমস্ত সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। আজ শনিবার ১১ই নভেম্বর কলকাতার মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত সাতঘরা হাই মাদ্রাসা(উচ্চ মাধ্যমিক) এ দুপুর ১২ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী ও প্রাক্তন সাংসদ সরদার আমজাদ আলী বলেন একজন আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তা সত্ত্বেও তিনি এদেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন এক কথায় প্রশংসানীয় । তিনি এখনকার রাজনীতিবিদের মতো ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী যা বলবেন তাতেই হা বলবেন। জহরলাল নেহেরুর মত প্রধানমন্ত্রীর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সোজা কথায় সোজা ভাষায় বলতেন। নিজে যা বিশ্বাস করতেন তা তিনি জোর দিয়ে বলতে পারতেন এটাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এদিনের সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক জনাব ড. জাফর সাদিক এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান নাসিমা খাতুন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতঘরা হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ ইবাদুল ইসলাম, পরিচালন সমিতির সভাপতি গোলাপ রহমান, শিক্ষক শেখ মনিরুদ্দীন, শিক্ষিকা সানজিদা খাতুন, খোদেজা খাতুন, কুতুবউদ্দিন মোল্লা, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরণ জানা। এই মহতি সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালন সমিতির সম্পাদক সেখ নুর নবী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেখ ইবাদুল ইসলাম ও শিক্ষক ওয়াউল ইসলাম।

কালীপুজোর সূচনা অনুষ্ঠানের জন্য পথে আটকে পড়ল রোগীর অ্যাম্বুলেন্স

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ধূপগুড়িতে কালীপূজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন নেতা মন্ত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। যার জেরে কার্যত বন্ধ হয়ে গেল গাড়ি চলাচল। আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স। গোটা ঘটনায় ক্লোজ করা হয়েছে এক পুলিশ আধিকারিককে। ঘটনার বিষয়ে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানিয়েছেন, বিকল্প রাস্তা খোলা ছিল। যেই রাস্তা দিয়ে বাস সহ বিভিন্ন গাড়ি চালাচল হয়েছে। তবে প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী একজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোনও ষড়যন্ত্র হয়েছে কি না সেই বিষয়ও চলছে তদন্ত।

উল্লেখ্য, ধূপগুড়ির ব্যস্ততম রাস্তা এই ফালাকাটার জাতীয় সড়ক। শুক্রবার সেখানেই একটি ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন ছিল। অভিযোগ, সেই রাস্তায় এক মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে আটকে থাকল অ্যাম্বুলেন্স। পুজো উদ্বোধনে উদয়ন গুহ আসায় স্বাভাবিকভাবেই ভিড়ে ছিল ঠাসা। ফলে বের হতে পারেনি অ্যাম্বুলেন্স। আর সেই অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরেই ছিল হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী। প্রায় আধঘণ্টার বেশি সময় ধরে আটকে থাকায় উত্তেজিত জনতা পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুব উগরে দেন। এরপর পুলিশ একজনকে থানায় নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরই ধূপগুড়ি মসজিদ মোড়ে শতাধিক যাত্রী একত্রিত হয়ে অবরোধ শুরু করলে ওই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: একজন একা মানুষ এই শহরে
- নিবন্ধ: স্মৃতির আড়ালে ভারত-বাংলাদেশ খ্যাত কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান
- অণু গল্প: ভোকাট্টা
- ছড়া-ছড়ি: মজলুমের আর্তনাদ

একজন একা মানুষ এই শহরে

দেশ-বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলার একটি শক্তিধর পরিবার থেকে উত্থিত **খাজিম আহমেদ** প্রায় ছয় দশক ধরে নিরলস বৌদ্ধিক চর্চা আর সাহিত্য নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর 'চেকার্ড', আর 'মাভেরিক' জীবনের বর্ণময় পরিচয় বর্তমান আলোচনাটির মারফত উত্থাপন করা হচ্ছে। অনেকেই তাঁকে এই বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মর্যাদার অন্বেষক হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর অগণন রচনার অনিঃশেষ গ্রহণযোগ্যতা উভয়বঙ্গে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

২

শুরু হল কথা বলা

আমার প্রিয় সাহিত্যপত্র 'অন্তিক'-এর কৃষ্টিবান যুবা সম্পাদক পরম প্রিয় রাজন গঙ্গোপাধ্যায়-এর অভিপ্রায় হচ্ছে শহর বহরমপুর যেন স্বয়ং একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। উপরন্তু লেখকের স্মৃতি-সত্তা বিস্মৃতির বিষয়টিও যেন এই শহরের দলিল হয়ে ওঠে। সেই বাবদেই এই আলোচনাটির অবতারণা।

পাশ্চাত্যের ইংরেজি সাহিত্যে এতদবিধ আলোচনার যেন অন্ত নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এমন রেওয়াজ বেশি নেই। আগ্রহ উদ্দীপক বিষয় এই যে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের আঁতের খবর, শহরের জীবনের, ব্যক্তি জীবনের সম্পৃক্ততা নিয়ে বহু তীর্যক রচনা রয়েছে এবং সেগুলো বাংলাভাষা ও ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে ইতিহাসের উপাদান হয়ে রয়েছে। বেশ কিছু আত্মস্মৃতিও রয়েছে। সে সবের পাঠ 'Bliss'-এর পর্যায়ে পড়ে।

স্থান মাহাত্ম্য এবং লেখক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের নজির দেওয়া যাক: চার্লস ডিকেন্স কেন্ট এবং হায়াম নামক দুটো জনবসতি সম্পর্কে এমন হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা করেছেন যে তা লেখকের সঙ্গে বসতির, বসতির সঙ্গে লেখকের জীবন একসঙ্গে মিলে মিশে গেছে। 'A Tale of two Cities' তো কিংবদন্তি বা 'লেজেন্ড'-এর পর্যায় পড়ে। স্মর্তব্য হেমিংওয়ের জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রাণের শহর পাম্পলোনা কি আলাদা করা যায়?

পাম্পলোনার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রাণের শহর পাম্পলোনা কি আলাদা করা যায়?

পাম্পলোনার সাংস্কৃতিক জীবন পর্যন্ত হেমিংওয়ের জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। বহু 'সাবুত' হাজির করা যেতে পারে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বা 'মকসদ' সেটি নয়। একটি বিশেষ সাহিত্য নির্মাণের প্রবণতার কথা বলতে চাইলাম মাত্র।

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চারের অগ্রচারী সৈনিক অধ্যাপক রেজাউল করীমের জন্যই শহর বহরমপুর আমার স্মৃতি-সত্তায় আমূল প্রোথিত হয়ে গেছে। শহরের বিদ্বৎসমাজের কাছে আমার মতো অকৃতী অধমকে এক লহমায় গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন মাত্র একটি করে চিঠির মাধ্যমে। যে সমস্ত মান্যজনের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা ছড়িয়েছিলেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। ঐতিহাসিক কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর, গোরাবাজার ইত্যাকার অঞ্চলের নানা মহল্লায়। এঁদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন 'জনমত' সাপ্তাহিক সাহিত্য-সংবাদ সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত, ঈপ্সিতা গুপ্ত, 'গণকণ্ঠ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, 'অনীক' পত্রিকার তেজি, জেদি সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী। তিনি মুর্শিদাবাদ 'বীক্ষণ' নামক পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, 'মুর্শিদাবাদ খবর' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য বিমল চক্রবর্তী ইত্যকার ব্যক্তিত্ব। কলকাতার বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার নানান লেখাপত্তর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত। তিনি নিজেই ঈপ্সিতা গুপ্তর মাধ্যমে আমাকে তাঁর 'আত্মজের কুলুঙ্গি'-তে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এক অতলান্তিক আর অনিঃশেষ স্নেহ-ভালোবাসায় আমি আজও কৃতজ্ঞ হয়ে রয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতা চিরন্তন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণিত 'বিধাতা-পুরুষ'-ই জানেন সৌম্যেনদা আমাকে এত স্নেহ কেন দিয়েছেন।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫-এর জীবন আমাকে সতত তেড়েফুঁড়ে বেড়িয়েছে। স্বভাবতই শহর বহরমপুরকে আপন করতে আমাকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ বাবদে আমাকে অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছিলেন অধ্যাপক রেজাউল করীম, রাধারঞ্জন গুপ্ত, ঈপ্সিতা গুপ্ত, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, গীতা চৌধুরী, দীপংকর চক্রবর্তী, আবুল হাসনাত আর মজিবর রহমান। গত শতকের আটের দশকে 'জনমত' পত্রিকার দায়িত্ব প্রায় আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমন পরম সৌভাগ্যের বিষয় খুব কমই ঘটে থাকে। পরম শ্রদ্ধেয় রাধারঞ্জন গুপ্ত 'গোষ্ঠদা' নামে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় তিনি একমাত্র বাঙালি হিন্দুজাত সম্পাদক যিনি 'জনমত' পত্রিকার 'ইদ সংখ্যা' প্রকাশ করেছিলেন। অতিথি সম্পাদক ছিলেন নুরুল ইসলাম মোল্লা। হুগলির সন্তান। জঙ্গিপুর কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। অকালপ্রয়াত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শহর বহরমপুরের গৌরবের অজস্র গল্প গোষ্ঠদার কাছে থেকে শুনেছি, জেনেছি, পড়েছি। এই শহরের 'যথার্থ বড়ো মানুষ' সম্পর্কে চর্চা করেছেন অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত। সে সব মূল্যবান সম্পদ আমার মধ্যেও সঞ্চারিত করেছিলেন। ড. রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭), ('বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ'-এর অন্যতম ট্রাস্টি), আইনবেত্তা রাধাপ্রসাদ

রেজাউল করীম, পম্পু মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবীর পাশে উপবিষ্ট খাজিম আহমেদ

মুখোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতিবিদ এবং সাম্প্রতিক গবেষণায় 'ecological pioneer' হিসাবে স্বীকৃত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮) বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এই চারজন কৃতী পুরুষ বিশ্বের যে কোনো প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার তুলনারহিত ক্ষমতা রাখতেন। বস্তুত এমন কৃতী সন্তান শহর বহরমপুরের অনেক মর্যাদা বৃদ্ধির দাবিদার। রামদাস সেন তো শহর বহরমপুরের প্রথম আন্তর্জাতিক বাঙালি।

অধ্যাপক রেজাউল করীম, রাধারঞ্জন গুপ্ত, শ্রদ্ধাভাজন শশাংকশেখর সান্যাল, সর্বোপরি মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও স্মৃতির কিছু কথা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা হল। মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্কের বিষয়টি কলকাতাকেন্দ্রিক কিন্তু বহরমপুরের অল্প স্মৃতি এখানে তুলে আনা হচ্ছে: মহাশ্বেতা দেবী গত শতকের আটের দশকে প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে লালদিঘি পাড়ার পিতৃ নিবাসে আসতেন। মণীশ ঘটক তথা যুবনাশ্বের স্মরণে বাড়িতে পরিবারের প্রায় পুরো সদস্যবর্গ হাজির থাকতেন। কঞ্চিদি, সারিদি, অপলাদি, সোমাদি, টান্টুদা কঞ্চিদির 'হ্যাজব্যান্ড' সমীর দাশগুপ্ত– সবাই। নবারুণ ভট্টাচার্যকে আমি লালদিঘির বাড়িতে কখনও দেখিনি। সপ্তাহ ধরে হাঁস কিংবা দেশি মুরগির ঝাল ঝোল আর 'চাউলমণি' চালের গরম ভাত– এই ছিল বাঁধা মেনু। টান্টুদা (মৈত্রেয় ঘটক) বলতেন, 'নো ঝুট ঝ্যামস, ওনলি চিকেন'। সঙ্গে কড়া পানীয়। সক্কালবেলায় নির্ভেজাল পান্তাভাত। সে ভাত ভেজান থাকত সারারাত মাটির হাঁড়িতে। খাওয়া হত খুবই নরম করে সেদ্ধ করা লালগোলার বড়ি দিয়ে। লবণ বা নুনের পরিমাপটা একটু কড়া থাকত। দিদি, দাদা, জামাইবাবুরা আসার আগেই এসবের ব্যবস্থা করে রাখতেন গোরাবাজারস্থ জমিদারিবাসীন বিজনদা অর্থাৎ কিনা বিজন ভট্টাচার্য। এই বিজন ভট্টাচার্য হলেন মণীশ ঘটক প্রতিষ্ঠিত 'বর্তিকা' পত্রিকার ম্যানেজার। মহাশ্বেতাদির সম্পাদনা কালে পত্রিকার প্রকাশক। দিদির বিশ্বস্ত সহযোগী। 'বর্তিকা' যেহেতু 'ভ্রাতৃসংঘ' এর কাগজ ছিল একদা সেই হেতু ক্লাবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব ছিল বিজন ভট্টাচার্যের ওপর। বিজনদা অকৃতদার ছিলেন।

শহর বহরমপুরের সংস্কৃতি-মনস্ক নারী-পুরুষ মহাশ্বেতাদির সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে আসতেন। এটাই ছিল দস্তুর। প্রায় প্রত্যেক আগন্তুক সন্দেশ বা ছানাবড়া আনতেন। ঘটক পরিবারের কেউই মিষ্টি পছন্দ করতেন না। শুধুমাত্র সোমাদি অল্পস্বল্প খেতেন। অতিথিদের মধ্যেই সন্দেশ বা অন্যবিধ মিষ্টি বিতরিত হত। প্রতিমা (আমার স্ত্রী)-র জন্য একটি পুরো প্যাকেট বরাদ্দ থাকত। দেওয়ার সময় মহাশ্বেতাদি বলতেন, এটি তোমার জন্য নয়। এটি আমহার্স্ট স্ট্রিটের কন্যাটির জন্য। চিনি ছাড়া 'খুশবু'-দার গোলাবি চা-এর চল ছিল ও বাড়িতে। রান্না করতেন একটি শক্তপোক্ত সাঁওতাল কন্যা। থাকতেন বহরমপুর 'সম্রাট হোটেল'-এর পশ্চিমদিকের একটি ছোট্ট পাড়ায়। এঁর বোন বালিগঞ্জ গার্ডেন্স/ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে মহাশ্বেতা দেবীর ফ্ল্যাটের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সামলাতেন। 'লাঞ্চের' পর মিষ্টিপাতা পান ছিল দিদির খুবই প্রিয়। পান সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল এই স্নেহভাজনের ওপর। 'দুলাল কালী ভান্ডার' (গোরাবাজার) থেকে পান নিতে হত। পানের নির্মাতা কল্যাণ দত্ত জানত, কোন জাতীয় জর্দা খান দিদি। সোমাদি আর অপলাদি সাদা পান খেতেন। কঞ্চিদি একটি জর্দা পাঁচ কৌটো করে নিয়ে যেতেন। একবার জিজ্ঞেস করলাম, দিদি তোমার যোধপুর পার্ক-এর পাড়াতেই তো পেতে পারো বা গড়িয়াহাট মোড়ে। স্মিত হেসে বললেন, মহামান্যা কমলা বসুকে দেবার সময় বলব এগুলো শহর বহরমপুরের একটি বিশেব দোকান থেকে আপনার জন্য এনেছি। খুশবন্ত দিং-এর জবানিতে 'ক্যাডিলাক কমুনিস্ট' জ্যোতি বসুর স্ত্রী-ই হচ্ছেন সম্মানিতা কমলা বসু। চুরুট বা সিগার পান করতেন সমীরদা। সেসব চৌরঙ্গি থেকে চামড়ার ছোটো বাক্সে নিয়ে আসতেন। এমন একটি চামড়া নির্মিত সিগারেট কেস সমীরদা আমাকে দিয়েছিলেন। সেটি এখনও রাখা আছে।

মহাশ্বেতাদির সিগারেট ব্র্যান্ড ছিল দেশি 'পানামা', বিদেশি 'ডানহিল', 'রথম্যান্স' বা শেষ পছন্দে '৫৫৫'। কিনতাম 'কল্পনা' সিনেমার উলটো দিকের 'পিয়াসী' থেকে। একবার বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে একটি আলোচনাসভায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সুস্থ হয়ে আর ধূমপান করেননি। 'তওবা' করে দেন।

১৯৮৮ সালে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার (বর্তিকা) একটি বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন আমার ওপর। সে কথা তিনি সম্পাদকীয়, 'প্রতিক্ষণ' এবং দৈনিক 'বর্তমান' পত্রিকায় লিখলেন খোলাখুলি, 'মুসলিম সমাজ ভাবনা' সংখ্যার কৃতিত্ব পুরো খাজিম আহমেদের প্রাপ্য। 'খাজিম পশ্চিমবাঙলায় ক্রমেই পরিচিততরো হয়ে উঠছেন।' পরিশ্রম করে সে আর একটি সংখ্যা করুক এমন নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি সময়ের আকালের কারণেই হয়ে ওঠেনি।

৩১ ডিসেম্বর দিদি কলকাতা চলে যেতেন। আবার এক বছরের 'ইন্তেজার'। সেই বাড়িটি আর নেই। ওখানে একটি তথাকথিত 'বুর্জ খলিফা' দাঁড়িয়ে আছে। মণীশ ঘটক আর মহাশ্বেতা দেবীর স্মরণে একটি গ্রন্থাগার হতে পারত।

অজস্র বৃক্ষরাজির মধ্যে দক্ষিণ খোলা ফুলের বাগান সহ ছিল মনোরম বাড়িটি।

সুকুমার রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে মহাশ্বেতাদির আসার কথা ছিল ভ্রাতৃসংঘে। অসুস্থতা এবং বাস্তুতা হেতু তিনি অপারগ হলেন। কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়ে জানালেন, 'আমার পরিবর্তে ভ্রাতৃপ্রতিম খাজিম আহমেদ সুকুমার রায় সম্পর্কে আলোচনা করবেন।'

দিদির 'ইজ্জত' রক্ষার জন্য আমার জ্ঞান মোতাবেক প্রস্তুত হলাম। ৯০ মিনিট আলোচনান্তে বিশিষ্ট আইনজীধী কিশলয় সেনগুপ্ত আমাকে স্নেহবশে জড়িয়ে ধরলেন। মহাশ্বেতাদি নেই। কিশলয়দা নেই। আমার ৭৬ হল। সাম্প্রদায়িকতার উদগ্র বিষ তামাম রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে, অদ্ভুত এক আঁধার-এর মধ্যে রয়েছি আমরা। এমন হতাশার মধ্যে দিদির কথা মনে পড়ে।

তিনি থাকলে গৌরকিশোর ঘোষের মতোই বলতেন, নিষ্ক্রিয়তাও পাপ! বাঁচার জন্য শিরদাঁড়াটা সোজা করুন!

একবার ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে শিশুর মতো বললেন, খাজিম অধ্যাপক করীমকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো তো– আমরা ভাই-বোনেরা এবং পরিবারের অন্যরা মিলিয়ে ছবি তুলব। সঙ্গে পম্পুকেও ডেকো। ছেলেটি নষ্ট হয়ে গেল! আর তুমি তো সব ছবিতে আমার পাশে থাকবে।

অধ্যাপক করীমকে বললাম, তিনি তো মহাখুশ। মৃদু হেসে বললেন, 'আমার ছাত্রী সোমা থাকবে তো!' জানানো হল পুরো পরিবার থাকবে। একদিন বাদেই তাঁকে নিয়ে মহাশ্বেতাদির বাড়ি চলে গেলাম।

তিনি 'পেশাদার ফটোগ্রাফার' খাগড়া থেকে ডেকে এনে বসিয়ে রেখেছেন। প্রায় দু-ঘন্টা আবেগে নানান গল্প। মণীশ ঘটকের সঙ্গে তাঁর কত হার্দিক সম্পর্ক ছিল, বারে বারে বললেন সে কথা। এক গোছা ছবি রয়েছে আমার হেফাজতে। এসব স্মৃতি কেউ ভোলে, কেউ ভোলে না।

(চলবে)...

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

৪

আইটি সেলের শেলবর্ষণ

তাঁর নাম স্বাতী চতুর্বেদী। দিল্লিতে থাকেন। সাংবাদিক। ২০১৬ সালে তিনি লিখলেন একটি বই। নাম 'আই অ্যাম আ ট্রোল : ইনসাইড দ্য সিক্রেট ওয়ার্ল্ড অব বিজেপি'জ ডিজিটাল আর্মি। ' নামটা শুনেই আতঙ্কে রোমাঞ্চিত হতে হয়। বিজেপির ডিজিটাল সৈন্যবাহিনী ! ঠিক তাই। সৈন্যরা যুদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে। নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের শত্রু কে? কেন, বিরোধীরা। এই বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিজেপির ডিজিটাল বাহিনীর যুদ্ধ। শুধু বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, দেশের মানুষকে নিজেদের পক্ষে আনারও যুদ্ধ। চোখ আটকে যাবে বইটির মুখবন্ধে। যেখানে লেখিকা লিখছেন যে তাঁর বিরুদ্ধেও এই প্রচার শুরু হয়েছিল। বিজেপির টুইটার হ্যাণ্ডেল থেকে ক্রমাগত প্রচার হয় যে একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর শারীরিক সম্পর্ক আছে।

প্রত্যেকদিন তাঁর ফোনে নোটিফিকেশন আসে : রাতে তাঁর রেট কত, গতকাল তাঁর যৌন সম্পর্ক কেমন ছিল...ইত্যাদি। তাই বিজেপির আইটি সেলের কাজকর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। ভয়াবহ ছবি উঠে আসতে থাকে। বিরাট এই দেশে কোটি কোটি সমর্থক ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেদের ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল। অনলাইন ট্রোলদের (যাঁরা মূলত হিন্দু দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ ও উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী) সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন তাঁরা। স্বাতী লিখেছেন, "এঁরা নিজেদের ডিপি-তে সাধারণত হিন্দু দেবদেবীদের ছবি ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার বেশি ফলোয়ার টানতে বিকিনি-পরা সুন্দরীদের ছবি দেন ; তাঁদের মূল নিশানা হল লিবারেল রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী অ্যাক্টিভিস্ট ও সাংবাদিকরা---আর তিনি নারী হলে তো কথাই নেই। "

বিজেপির যে আইটি সেলের কথা আমরা বলছি তার পোশাকি নাম হল : 'ইনফর্মেশন অ্যাণ্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট'। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন অমিত মালভিয়া। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী ডিজিটাল হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের শক্তি ? দুটো উদাহরণ পেশ করছি আমরা।

ক] ২০১৭ সালে। তখন অমিত শাহ বিজেপির সভাপতি। তিনি রাজস্থানের একটি সমাবেশে বলেছিলেন : "সত্যিই হোক বা ফেক, জেনে রাখবেন যে কোন মেসেজকে আমরা নিমেষে ভাইরাল করার ক্ষমতা রাখি।

"উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। যে রাজস্থানে অমিত শাহ গর্বের সঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন, সেই রাজস্থানে বিজেপি দুটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালাত, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৩২ লক্ষ। গর্বের সঙ্গে অমিত শাহ বলেছিলেন, "এই ৩২ লক্ষ লোকের কাছে রোজ সকাল আটটায় গুড মর্নিং বার্তার সঙ্গে একটা করে মেসেজ চলে যেত। সেই মেসেজ প্রাপক তাঁর নিজের পরিচিত মহলে ফরোয়ার্ড করে দিতেন।" অমিত শাহ বলেছিলেন আর একটা মেসেজের কথা। যে মেসেজে বলা হয়েছিল অখিলেশ

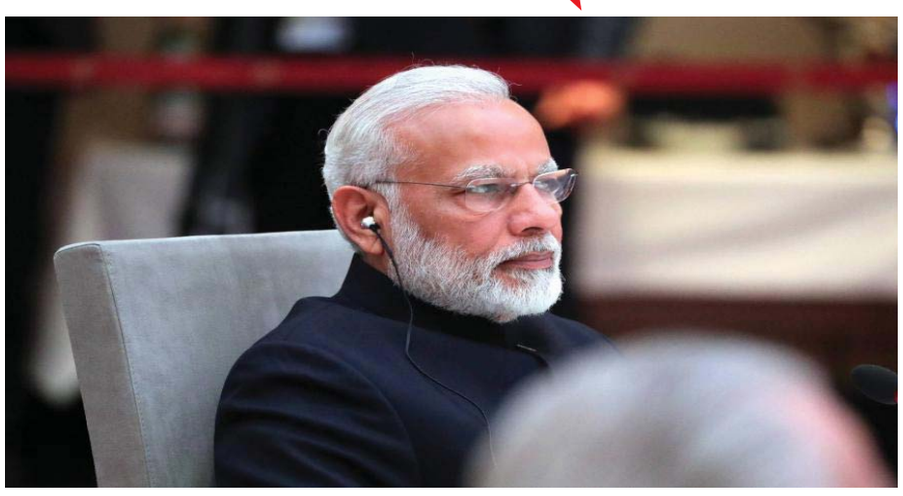

যাদব তাঁর বাবা মুলায়েম সিং যাদবকে থাপ্পড় মেরেছেন। যেদিন থাপ্পড় মারার কথা বলা হচ্ছে সেদিন অখিলেশ ছিলেন বাবার কাছ থেকে ৬০০ মাইল দূরে। কিন্তু মানুষ জেনে গেল এই মিথ্যেটাই। তারা বিরূপ হল অখিলেশের প্রতি।

বিবিসি নিউজ বাংলায় শ্রুভ্রজ্যোতি ঘোষের লেখা ('বিজেপির আইটি সেল কীভাবে এত শক্তিশালী আর বিতর্কিত হয়ে উঠল') জানা যায় শ্রুভ্রকমল দত্তের কথা। ইনি দক্ষিণপন্থী চিন্তাবিদ। বহু দিন ধরে ইনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ। শ্রুভ্রকমল বলেছেন যে বিজেপি যে এত আগে থেকে ইন্টারনেটকে রাজনৈতিক প্রচারণার কাজে ব্যবহার করে আসতে পারছে, তার কৃতিত্ব বিজেপির প্রয়াত নেতা ও বাজপেয়ী জমানার তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রমোদ মহাজনের প্রাপ্য।

শ্রুভ্রকমল বলেন, "আমার মনে আছে অশোকা রোডে বিজেপির পুরানো দপ্তরে প্রমোদ মহাজনের উদ্যোগেই দলের আইটি উইং খোলা হয়েছিল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও সরকারের মুখপাত্র হিসেবে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন সন্ধের দিকে তিনি নিয়ম করে একবার সেখানে আসতেন।

"বেশ কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত তরুণ ও প্রকৌশলী সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে বিজেপির বহু সমর্থকও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। টেকনিক্যাল পরামর্শ দিতেন প্রফেশনালরাও।

"ফেসবুক-ইনস্ট্রা বা হোয়াটসঅ্যাপ তখন ওসব কিছুই আসেনি। অর্কুট নামে একটি প্লাটফর্ম ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিল, আর ছিল ইয়াহু ও এম এস এম মেসেঞ্জার। বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এগুলোর হাত ধরেই। "

শ্রুভ্রকমল মনে করেন, "ইন্টারনেটই যে রাজনৈতিক প্রচারের ভবিষ্যৎ, এটা বিজেপি ঠিক সময়ে বুঝেছিল এবং সেই অনুযায়ী তাতে প্রচুর শ্রম ও সম্পদ লগ্নি করেছিল বলে পরে তারা সেটা থেকে এত ডিভিডেন্ট পেয়েছে। " বিজেপি প্রথম ডিজিটাল প্রচার শুরু করে ২০০৪ সালে। অটলবিহারী বাজপেয়ীকে আবার জেতাবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে শুরু হয় 'ইণ্ডিয়া শাইনিং' প্রচার। ২০১০ সাল থেকে বিজেপি অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার শুরু করে দেয় গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগর থেকে। তখন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে বিজেপি। আর তার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচার মেশিনারির। সেইজন্য প্রযুক্তিবিদ অরবিন্দ গুপ্তাকে নিযুক্ত করা হয়। অরবিন্দ গুপ্তা স্টার্ট-আপের ধাঁচে প্রচার চালাতে শুরু করেন।

এই সময়ে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল :

ক] পার্টি অফিসগুলিতে ভিডিয়ো কনফারেন্সিং।

খ] বড় বড় নেতাদের জনসভাগুলি ইউটিউব বা ফেসবুকের মতো ডিজিটাল মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা।

গ] অনলাইনে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে বিজেপির সদস্য তৈরির উদ্যোগ। ২০১০ সালে এই পদ্ধতি চালু হয় এবং মাত্র ২ বছরের মধ্যে ৫ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

ঘ] ডিজিটাল মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর গায়ে 'পাপ্পু' ছাপ লাগিয়ে দেওয়া।

বিজেপির আইটি সেলের পরবর্তী প্রধান অমিত মালভিয়া ডিজিটাল ক্যাম্পেনকে ৩টি মূল স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতে পরিচালনা করেছিলেন :

ক] একটি সলিড টেকনিক্যাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যা ওয়ার্কলোড বহন করতে পারবে।

খ] সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমর্থক বা বিলিভার এবং স্বেচ্ছাসেবী বা ভলান্টিয়ারদের এক বিপুল বাহিনী তৈরি করা, যাদের ঐক্যবদ্ধ করে 'স্লোগান ২৭২ প্লাসে'র পক্ষে কাজে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহন করা।

গ] অনলাইন পেশাদার, ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডার ও তৃণমূল স্তরে ৪০০টি সংসদীয় কেন্দ্রে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২২ লক্ষ ভলান্টিয়ারদের নিয়ে একটি সর্বাত্মক 'থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ক্যাম্পেন' চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা ; এখানে তাঁরা নিজেদেরই 'টুল' ব্যবহার করবেন এবং বিজেপির হয়ে 'ফ্রি কনটেন্ট' তৈরি করে যাবেন।

শুভ্রজ্যোতি ঘোষ তাঁর রচনার উপসংহারে বলেছেন যে আসলে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহারের যাবতীয় টেকনিক্যাল কৌশল, পেশাদারের যোগদান, লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবীর সক্রিয়তা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং একটা মতাদর্শগত ন্যারেটিভের সফল বিপণন –এই সব উপাদানই বিজেপির আইটি সেলকে এত প্রভাবশালী ও সেই সঙ্গে এত বিতর্কিত করে তুলেছে।

'দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে'র সাবেক সিনিয়র সাংবাদিক পামেলা ফিলিপোজ কিছুটা রসিকতা করে বলেছিলেন, ' আমি এর অনেকটা কৃতিত্ব দেব অমিত মালভিয়াকে ---কারণ এককালে ফিনান্স সেক্টরে কাজ করার সুবাদে তিনি কোম্পানির 'মার্জার' (সংযুক্তি) ও 'অ্যাকুইজিশন' (অধিগ্রহণ) গুরুত্বটা ভালো বোঝেন।"

যে বিজেপি বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারাই আবার নিজেদের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। বিজেপির এই দ্বিচারিতা সর্বত্রই।

স্মৃতির আড়ালে দুই বাংলার কবি মোহাম্মদ রফিকুর রহমান

এম ওয়াহেদুর রহমান

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আশির দশকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে ও যিনি কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গ সহ ভারতের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাংলাদেশ ও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি হলেন মোহাম্মদ রফিকুর রহমান। যার সাহিত্যের আস্ফালনে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য আস্বাদনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। অথচ আজ তিনি নাম গন্ধহীন হয়ে নীরব নগরীতে রয়েছেন। তৎকালীন সময়ের তাঁর সমতুল্য অনেক কবি সাহিত্যিক লোকান্তরিত হয়ে ও আজকের দিনে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়।

কিন্তু যার সাহিত্যে অবাধ বিচরণ ছিল, সেই তিনি আজকে কেমন যেন স্মৃতি হীন হয়ে পড়েছেন । যিনি বহু চড়াই উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে ও সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তিনি একদিকে আর্থিক তাড়নায় দিক বিদিক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন চাকরির সন্ধানে অপরদিকে লিখেছিলেন কবিতা,ছড়া , গল্প , উপন্যাস ও নাটক।

মোহাম্মদ রফিকুর রহমান পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলার হরিশচন্দ্র পুরের মিলনগড়ের অন্তর্গত তুলশিয়াঘাট গ্রামে ১৯৫৫ সালের ৬ জুলাই জন্মগ্রহন করেন । তাঁর পিতার নাম আব্দুল হক ও মাতার নাম রাজিয়া । তিনি শৈশবে গ্রামীন মক্তবে কিছু আরবী শিক্ষাগ্রহন করার পর মাটিয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শৈশব কালীন শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি মিলনগড় সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৫ সালে মাধ্যমিক পাস করে সামসী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও বি. এ পাস করেন১৯৭৬সালে। তাঁর ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য চর্চায় হাতে খড়ি পড়ে।

শিক্ষা শেষান্তে তিনি কয়েকটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাময়িক শিক্ষকতার কাজ করলেও স্থায়ি কাজ জুটে নি। ইতিমধ্যেই তিনি আবার পারিবারিক অনুরোধে দিলরৌশনের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে তিনি থেমে না থেকে গৃহশিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন । তিনি কিছু দিন পরেই অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল থেকে

সোনাকুল হাই মাদরাসায় অর্গানাইজেশন করতে থাকেন। এই মাদ্রাসা টি ১৯৯৫ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সরকারি চাকরির পূর্বে বহুকষ্টে গৃহশিক্ষকের কাজ করেই সংসারের দায় দায়িত্ব একাহাতে সামলেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন । তাঁর অবসর গ্রহণের পর তিনি পরলোকগমন করলেও আজ তাঁর পেনসন চালু হয় নি ।

তিনি প্রথম কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন ' ডাকছে কোথাও তিথির ' । তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো - আলো হাঁসি ঝিলমিল, শেষ গোধূলির স্বর , উদিত সোনালী সূর্য, চল বেরিয়ে পড়ি ,রক্তে রাঙা কাফেলা , মূল্যবোধের প্রসারে সাহিত্য ও সাংস্কৃতির ভূমিকা, English Rhymes , ফুলের ছড়া হুলের ছড়া , বৈশাখের কালো ঘোড়া,পংখী রাজ ঘোড়া , নুহের কিস্তি, ফেরা , ঈদের চাঁদ প্রভৃতি । তাঁর লেখা বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত প্রকাশ হতো - দৈনিক সোনার বাংলা, দৈনিক সংগ্রাম , দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক জনতা, দৈনিক মিল্লাত ,ঢাকা ডাইজেন্ট, মদীনা প্রভৃতি । ভারত থেকে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো - মীযান, কলম, নতুন গতি , জোয়ার, বুলবুল পত্রিকা , সাহিত্যের সকাল । তাঁর অসংখ্য গান তাঁরই জীবদ্দশায় বাংলাদেশ থেকে ক্যাসেটে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শুধু সাহিত্য রচনায় করেন নি বরং তাঁর সাহচর্যে এম ওয়াহেদুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, আকমল হোসেনদের মতো কবি সাহিত্যিক ও তৈরি হয়েছে । তিনি জীবনসায়াহ্নে তাঁর জন্মভিটায় এইচ আর ট্যালেন্ট কেয়ার ইনস্টিটিউট গড়ে তোলেন । এই প্রতিষ্ঠানেই শেষ জীবনে তিনি অসুস্থতার মধ্যেও অসংখ্য অপ্রকাশিত কবিতা ও ইসলামী সংগীত রচনা করেছেন । তবে হঠাৎই ব্লাড সুগারে আক্রান্ত হয়ে ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়ার সকল মায়া মোহ ত্যাগ করে ধরার বুক থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন ।

কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করলে ও আজো বেঁচে আছেন প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় উঠতি কবি সাহিত্যিকদের মনের গহীনে।

শূন্য

রেজাউল করিম

রাতুল মিথিলা ও সাঈদ ক্লাস সেভেনে পড়ে। তিনজনই ক্লাসের সেরা। এক দুই তিন রোল তাদের মধ্যে থেকেই হয়।

পড়াশোনা, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞানে তাদের সাথে কেউ পারে না। তিনজনের ভিতরে সবসময় কমপিটিশন চলে, পড়াশোনায় কে কত ভাল রেজাল্ট করতে পারে। খেলাধুলা ও সাধারণ জ্ঞানে কে কার চেয়ে ভাল করতে পারে। তবে তাদের মধ্যে কমপিটিশন থাকলেও তারা খুব ভাল বন্ধু যেন একজন আর একজনকে ছাড়া বাঁচে না।

একদিন অংক ক্লাসে মহিউদ্দিন স্যার সবাই-কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন,

-বলো তো শূন্য অর্থ কি?

সবাই বললো,

-শূন্য মানে আবার কি-ই-বা হবে। শূন্য মানে কিছুই না অর্থাৎ যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

আবার কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী বললো,

-শূন্য-র আবার কোনো মানে আছে নাকি?

মহিউদ্দিন স্যার রাতুল এবং সাঈদ-কেও জিজ্ঞেস করলেন,

-রাতুল এবং সাঈদ তোমরা বলো শূন্য বলতে তোমারা কি বোঝ?

মিথিলাকেও মহিউদ্দিন স্যার একই প্রশ্ন করলেন। মিথিলা বললো,

-স্যার আমি বুঝতে পেরেছি শূন্য শব্দের একটি বিশেষ কোনো অর্থ আছে। যার অর্থ আমি এখন বলতে পারছি না। তবে আমাকে একদিন সময় দিলে শূন্য-র অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি।

-ঠিক আছে। আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার। তাহলে তোমরা রবিবারে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে আনবে।

রাতুল এবং সাঈদ-ও একই কথা বললো। তারা মিথিলার সাথে একমত পোষণ করলো।

স্কুল ছুটির পর রাতুল সাঈদ ও মিথিলা একসাথে বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা হল। এবং তিনজন মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল যে শূন্য-র অর্থ তাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাই এখন তাদের প্রথম কাজ হবে বিভিন্ন বই পুস্তক ও ইন্টরনেট ঘেটে এর অর্থ কি হবে তা জানার চেষ্টা করা। এবং কে কি তথ্য পেল সেটা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট কোচিং করার পর একে অপরকে জানাবে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর তিন জনই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করল। কিন্তু মহিউদ্দিন স্যারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত তেমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট কোচিং শেষ করার পর রাতুল সাইদ ও মিথিলা এক সাথে মিলিত হল। কেউ-ই কোনো উত্তর খঁজে পাইনি বলে জানাল। কিন্তু তারা হার মানতে রাজি নয়। তাই তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিল যে বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তাদের কাছে শূন্য শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করবে। তারা যে মতামত প্রকাশ করবে তার উপর ভিত্তি করে এবং ইন্টারনেট ও বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তারা নিজেরা একটি উত্তর তৈরী করবে। সেই উত্তরটি মহিউদ্দিন স্যারের কাছে উপস্থাপন করবে।

আবারও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করলো মিথিলা সাঈদ ও রাতুল। শুক্রবারে ঘুম থেকে উঠে ক্লাসের পড়া শেষ করে ইন্টারনেটে বসে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলো। এখন পরবর্তী কাজ হল বাড়িতে যারা আছে তাদের কাছে শূন্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা। রাতুল প্রথমে জিজ্ঞেস করলো তার বড় ভায়ের কাছে।

-ভাইয়া বলতো শূন্য অর্থ কি?

ভাইয়া বললো,

-শূন্য! কেন, শূন্য অর্থ দিয়ে তুই কি করবি?

-মহিউদ্দিন স্যার আমাদের শূন্য শব্দের অর্থ খুঁজে বের করতে বলেছে।

-ও আচ্ছা।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বড় ভাই বললো,

-এসব ছোট খাটো প্রশ্নের উত্তর তুই আমার কাছে জানতে চাইবি না। কারণ এসব সহজ ও ছোট খাটো প্রশ্নের উত্তর আমার দিতে ভাললাগে না। জটিল বিষয় গুলোর উত্তর দিতে আমার ভালোলাগে। তারপরও তুই যখন জানতে চাচ্ছিস তাই বলছি। শোন শূন্য একটি ইংরেজী। যার শব্দ হল জিরো। জিরো অর্থ শূন্য এবং শূন্য অর্থ জিরো। বোঝা গেল? এই সামান্য বিষয়টি তুই পারিস না?

কথাগুলো বলে হাতের আঙ্গলে চাবির রিং ভরে দিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে চলে গেল। রাতুলের বড় ভায়ের নাম রাহাত। সে এবার এস এস সি পরীক্ষা দেবে। কিন্তু সে রাতুলের সামনে এসে এমন একটা ভাব দেখায় যেন সব কিছুই তার জানা। তার কাছে অজানা বলে কিছু নেই।

রাতুল কোনো কথা না বলে সোজা চলে গেল মামার ঘরে এবং ঘরে গিয়ে দেখল মামা চেয়ারে বসে টিভি দেখছে। মামাকে সালাম দিয়ে মামার সাথে টিভি দেখতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর রাতুল তার মামাকে জিজ্ঞেস করলে,

-আচ্ছা মামা শূন্য বলতে আপনি কি বোঝেন?

-শূন্য! এর আবার কোনো অর্থ আছে নাকি?

তারপর রেগে গিয়ে বললেন,

-ফাজলামি করছিস আমার সাথে? এমনিতে তোর মামি তিন দিন ধরে বাড়িতে নেই । কে রান্না করবে,কে ঘর দেখাশোনা করবে সেই চিন্তায় অস্থির আর তুই আমার সাথে ফাজলামি করতে এসেছিস? তুই আমাকে রাগাতে এসেছিস?

রাতুল কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি মামার ঘর থেকে বেরিয়ে ঐশীর ঘরে চলে গেল। ঐশী মামার একমাত্র ছোট মেয়ে। ক্লাস টু-তে পড়ে। ঐশীর কাছে রাতুল জিজ্ঞেস করল,

-ঐশী বলতো শূন্য কি?

ঐশী কাগজের উপরে বড় একটা গোল এঁকে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এদিকে মিথিলা তার মা-বাবার কাছে শূন্য বলতে কি বোঝা এটি জানতে চায়লে তাঁরা কিছুক্ষণ হাসতে থাকল। তারপর বললো,

-শূন্য শব্দের অর্থ দিয়ে তুমি কি করবে?

-মহিউদ্দিন স্যার আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু আমরা কেউই এর উত্তর দিতে পারিনি। আমরা এর উত্তর খুঁজে বের করার জন্য সময় চেয়েছিলাম। স্যার আমাদের দুইদিন সময় দিয়েছে। আগামী রবিবারে শূন্য শব্দের অর্থ আমাদেরকে জানাতে হবে।

বাবা-মা কিছুক্ষণ চুপ থাকল।

তারপর বাবা বললো,

-মনে করো এই ঘরে যখন খাট, চেয়ার, টেবিল, টেলিভিশন কিছুই ছিল না তখন ঘরটি শূন্য ছিল। এখন সবই আছে। আবার যখন এই ঘরে কিছুই থাকবে না তখন ঘরটি শূন্য হয়ে যাবে।

মা বললো,

-তুমি হলে আমাদের একমাত্র সন্তান। যখন তোমার জন্ম হয়নি তখন আমাদের কোনো সন্তান ছিল না। তখন আমাদের ঘর শূন্য ছিল। কিন্তু যখন তোমার জন্ম হল তখন আমাদের ঘর আর শূন্য থাকল না। বুঝতে পেরেছ?

-হ্যাঁ মা; আমি বুঝতে পেরেছি।

সাইদ তার খালাত ভায়ের কাছে শূন্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে সে বললো,

-মহাবিশ্বে যখন কোনো কিছুই সৃষ্টি হয়নি তখন মহাবিশ্ব ছিল শূন্য এবং এক সময় সৃষ্টি হল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিত, প্রাণী ইত্যাদি অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রথম অবস্থায় শূন্য ছিল। সারাদিন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাতে বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মিথিলা, রাতুল ও সাঈদ। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে স্কুলে গিয়ে তিনজন একসাথে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করল। তারপর মহিউদ্দিন স্যার ক্লাসে এসেই মিথিলা, রাতুল ও সাঈদ-কে বললেন,

-শূন্য শব্দের অর্থ বের করার জন্য তোমরা আমার কাছে একদিনের সময় চেয়েছিলে। এখন বলো কে কি উত্তর এনেছ।

মিথিলা বললো,

-একটি ঘরে যখন কোনো কিছুই থাকে না তখন ঘরটি শূন্য থাকে। কিন্তু যখন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি জিনিসপত্র ঘরটিতে রাখা হয় তখন সেটি আর শূন্য থাকে না। আবার চেয়ার টেবিল ইত্যাদি জিনিস সরিয়ে নিলে ঘরটি আবার শূন্য হয়ে যায়।

রাতুল বললো,

-কোনো একটি স্থানে একটি বস্তু ছিল কিন্তু যখন বস্তুটি সে জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তখন সে স্থান শূন্য হয়।

সাঈদ বললো,

-মহাবিশ্বে এক সময় কোনো কিছুই ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল শূন্য কিন্তু যখন গ্রহ, উপগ্রহ, মানুষ, উদ্ভিত, প্রাণী ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। এখন মহাবিশ্বকে শূন্য বলা যায় না।

মহিউদ্দিন স্যার বললেন,

-তোমরা যে উত্তর দিয়েছ তা ঠিক আছে। এতে কোনো ভুল নেই। তবে ভালভাবে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি তোমরা আরো সহজে বুঝতে পারবে। যেমন গাণিতিক সংখ্যা শুরু হয় শূন্য থেকে। শূন্য এক দুই তিন চার ... । আবার দ্যাখ এখানে একটি সাদা কাগজ আছে। এখানে কিছু লেখা নেই। এখন কাগজটি শূন্য। কিন্তু যখন কাগজটিতে কিছু লেখা হবে তখন সেটি আর শূন্য থাকবে না। অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি হল শূন্য থেকে শুরু।

বিষয়টি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে মহিউদ্দিন স্যার ক্লাসের পড়া পড়াতে শুরু করল। রাতুল মিথিলা ও সাঈদ অনেক খুশি হল কারণ বিষয়টি সম্বন্ধে তারা যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা সঠিক ছিল এবং শূন্য শব্দের সঠিক উত্তর তারা জানতে পারল।

মজলুমের আর্তনাদ

কাজী মুহাম্মদ আলাউদ্দিন

কচি শিশু তব নিষ্পাপ প্রাণ,
কিবা দোষ ছিল তারি ?
মুদিত হয়েছে মায়া ভরা নয়ন,
ছিন্ন হৃদয়ের সারি।
মিঠে গোলাপি রং ঢালা মুখ
কোমল পাপড়ি দেহ,
রণ-বারুদে নিথর করেছে,
খবর পেয়েছ কেহ ?
মাতৃক্রোড়ে স্তন মুখেতে
হামজা নামের জান,
হিউম্যানিস্টদের বোমারু বিমানে
নিয়ে গেছে তার প্রাণ।
বছর সাতেকের আসাদের লাশ
হৃদে বিঁধে কাঁদে মাতা,
নিরব আয়িশা কে বুকে জড়িয়ে
নিথর হয়েছে পিতা।
সহস্রাধিক হামজা আয়িশা
আসাদের মত লাশ,
সর্বহারা ফিলিস্তিনে
আজও করে বসবাস।
জমিন পেয়েছে রক্তের রং
গর্ভে লাশের সারি,
গোলাবারুদ আর বোমারু বিমানে,
ফিলিস্তিন-কালাহারি!

ছড়া-ছড়ি

পিতৃহন্তা

সৌমেন্দু লাহিড়ী

একদিন এক সন্ধ্যাবেলায়
গগনে চপলা চমকিয়া যায়,
স্বজ লয়ে আসে বহন করিয়া
পিতার দেহ তাহার,
শুধাইল মাতা, "কী হইল তাহার?"
সুত কহে পিতা কহিবে না আর
তিনি ইহলোকে নাই।
কহে সবে, "এ কী হইল তাহার?"
স্বজ কহে রাজনীতির স্বীকার,
মালিকের কাছে চাহিছিল পিতা
শ্রমিকের অধিকার।
বাপীর বিবেক কহে, "নির্বোধ
লইতে হইবে এর প্রতিশোধ
যে মারিয়াছে তোমার পিতারে
তাহার কলিজা চাই।"
ছাড়ি দিল বেটা বাটী সেই ক্ষণে,
বিবেকের তাড়নায়।
জীর্ণ শরীর চলিতে না পারে,
কোটিতে ভোজালি বিদ্রুপ করে...
শীর্ণ শরীরে বধিতে অরিরে,
ও কি পারিবে হায় !!!
তবু প্রতিশোধ লইবার তরে,
যে মারিয়াছে তাহার পিতারে,
খোকা খুঁজি যায় শুধুই তাহারে
সকাল-সন্ধ্যা তাই।
একদিন এক ঘন বরষায়,
বিকেল না ঠিক সাঁঝের বেলায়,
সময় সঠিক বোঝা বড় দায়,
হেরিল পুত্র পিতৃহন্তা
সম্মুখ দিয়া যায়...
হুংকার ছাড়ি জীর্ণ শরীরে
উঠিতে গেলেও উঠিতে না পারে,
নিক্ষেপ করে ভোজালিটারে
পিতৃহন্তার গায়।
সব শেষ, শুধু নিথর দেহ
পড়ি আছে রাস্তায়।
অতীব কষ্টে উঠিয়া বাপী,
দাঁড়াইলো আসি দাঁতে দাঁত চাপি
থর থর দেহ উঠিতেছে কাঁপি
নিধনের উন্মাদনায় ,
মিটাইলো সুত এভাবেই আজি
পিতৃঋণের দায়।।

সিরিয়া শিশু

সফিকুল আলম

তোর দুনিয়ার স্বপ্ন গুলি
কান্না বিষাদ ময়,
ফুল দেখতে দেখলি রে তুই
শুধু রক্তক্ষয় ।

তোর দুনিয়ায় মায়ের বুকে
নোনতা দূধ আসে,
দুধে রক্তের তফাৎ খুঁজিস
বিধাতা ও হাঁসে। ।

তোর দুনিয়ায় ফুলের গন্ধে
বারুদ বারুদ ভেসে,
দীপাবলির রঙিন আলো
বিমান থেকে আসে ।

তোর দুনিয়ায় মায়ের কোল
শুধুই কাতর আশ,
এক কবরে তোর দুনিয়ায়
অনেক গুলি লাশ ।

তোর দুনিয়ায় রুটি গুলি
ইট পাথরে মাখা,
চাস না দুধ, চাস না পানি
অন্য দুনিয়ায় রাখা ।

তোর দুনিয়ায় আল্লা নেই
না আছে মা বাবা,
তোর দুনিয়া তোর নেই আর_
আছে মানুষ রূপী থাবা ।

তুই তো আর মানুষ নোস
তুই যে বোবা শিশু,
তোর কান্না কেউ বোঝেনা
ভগবান আল্লাহ যীশু। ।।

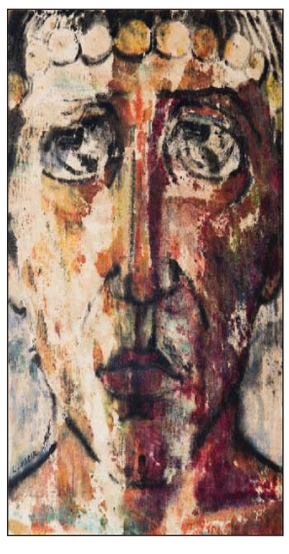

জলপদ্ম

সুরাবুদ্দিন সেখ

খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছ বিলে ফুটেছিল পদ্ম হয়ে
মায়াবী রূপে হাসতো গগন পবন রবির সাথে
দীর্ঘদিন একই স্থানে থেকেও
অদৃশ্য স্বর্গজাহান ফুটে উঠত তার গভীর হৃদয়ে,
মানুষ দেখলেই করতে পারতো না ছেঁড়ার পরিকল্পনা
পাপড়িগুলো হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ মৃদু হেসে চলে যেত।
নেমে এলো অন্ধকার!জলপদ্ম
জল আকাশ বাতাস ছেড়ে নির্দয়ের বিলাসিতার জন্য আঁধার ঘরে,
কোনো একপাত্রে কিঞ্চিৎ জলে কঠিন দুঃখ যন্ত্রণায় ভাসছে
কে বোঝে তার দুঃখ,কে বোঝে তার ব্যথা!
সে শিকড় রেখেছে ,নিভিয়ে দিয়েছে সুখের প্রদীপ।
মৃত্যু সীমানায় পদ্ম; যেখানে শুধু দহন আর আতঙ্ক
সে যেতে চায় স্বচ্ছ বিলে!সে বাঁচতে চায় অমানবিক খপ্পর থেকে
সোহাগভরা হাসির মাঝে লুকিয়ে আছে হায়েনার হিংস্রতা
হয়ত; কোনো একদিন পাপড়িগুলো ছিঁড়ে উড়িয়ে দেবে ফুর্তি করে,
আজ হাজার হাজার পদ্মের ছেঁড়া পাপড়ি মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে।

গাঁয়ের হেমন্ত

ইলিয়াছ হোসেন

হেমন্তের সকালে গাঁয়ের রাস্তাঘাট ফসলের মাঠ-
সবুজ অরণ্যে দেখা যায় আবছা কুয়াশা
মৃদু শীত সতেজ করে শরতের তপ্ত দেহ ও মন
পুবের রবির আলোয় ঝলমল করে সবুজ ঘাসের
শুভ্র শিশির কণা,
ক্ষেতের পাকা আমন ধান কৃষকের মুখে ফুটায় হাসি
ঘরে ঘরে শুরু হয় নতুন চালের পিঠাপুলির উৎসব।
গ্রাম্য পণ্য নিয়ে মাঠে বসে গ্রামীণ ঐতিহ্য গ্রাম্য মেলা
বাচ্চারা বাঁশি বাঁজিয়ে নাগরদোলায় চড়ে হয় উল্লসিত
পুষ্পবনে শোভা পায় সুরভিত শিউলি কামিনী মল্লিকা-
গন্ধরাজ ছাতিম ফুল যা মনকে করে বিভোর,
একসময় টাটকা শাক সবজি নিয়ে আগমন ঘটে শীতের
শীতকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গাঁ থেকে বিদায় নেয় হেমন্ত।

ভোকাট্টা

শংকর সাহা

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ আধুনিক হয়েছে। আধুনিক হয়েছে তার মন ও মানসিকতার। কিন্তু আজও শিশুমনে কল্পনায় পুরাতনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

শরতের অবকাশে আজ ঋষির মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে ,প্রকৃতির সংগে তার মনের এক প্রাণোচ্ছলতা চলতে থাকে। বাইরে প্রকৃতিতে দেবীর আগমনের সুর । তাই পড়াশোনার অবসরে দাদাঠাকুরের কাছে বিভিন্ন গল্পশোনা তার প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বছর আটের ঋষি আজ দাদাঠাকুরের কাছে শুনেছে ওনাদের সময়ে ঘুড়ি বানানোর গল্প। কতই না মজা করতেন সেইসব দিনগুলোতে। রঙবে রং কাগজে ঘুড়ি বানানো ।

মাঠে গিয়ে সেইসব দিনগুলোতে লাটাই হাতে নিয়ে ঘুড়ি উড়ানোর পালা। কত আনন্দ,

কত মজা। " জানো , ঋষি আমাদের গ্রামে ঘুড়ি উড়ানোর আনন্দটাই অন্যরকম ছিল।

ঠাকুরদার কাছ থেকে গল্পগুলো শোনার পর থেকে ঋষির ভাবনার স্তরে কাজ করে সেই দিনগুলোর কথাগুলো।

সেদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরতেই ঋষি বাবার হাতটি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, " বাবা,ঠাকুরদা আমাকে ওনাদের গ্রামের মাঠে ঘুড়ি উড়ানোর গল্প শুনিয়েছেন। আরও বলেছেন সেইসব ঘুড়ি আর লাটাই এর গল্প। তুমি আমায় বানিয়ে দেবে ঘুড়িখানি ? ছেলের কথা শুনেই পেশায় সরকারী আইনজীবি মৃণালবাবু বলে ওঠেন, " ওসব ছোটোদের বানাতে নেই। কাল তোমায় বাজার থেকে কিনে এনে দেবো। ।

ছেলের হাত ছেড়ে সোজা তিনি ঘরে চলে গেলেন। বাবার মুখে " না" শব্দটি শুনে

ঋষি স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে, মনকে বারে বারে প্রশ্ন করে। তবে যে ঠাকুরদা বললেন তাকে?

পরের দিন ঋষি তেমন কারো সাথে কথা বলেনা। শুধুই আকাশের দিকে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে তার এক টানাপোড়েন।

দুপুরে অফিস থেকে ফেরার পথে ব্যাগে করে ছেলের জন্যে ঘুড়ি নিয়ে আসেন মৃণালবাবু। ঋষির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘরে যেতেই তিনি দেখেন ,"বিছানার এককোণে শুয়ে আছে সে।

পাশে রাখা একটি ড্রয়িংখাতা আর তাতে ঋষির নিজের হাতে আঁকা একটি ঘুড়ির ছবি।

মৃণালবাবুর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ছেলের ইচ্ছের কাছে আজ তিনি হেরে গেলেন..

ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুরুটা দারুণ হয়েছে আর্জেন্টিনার। চার ম্যাচে সব কয়টি জিতে তারা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে। সেরা অবস্থান ধরে রাখতে এ মাসে বাছাইয়ের দুইটি ম্যাচ খেলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

আগামী ১৭ নভেম্বর আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ দুইবারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে।

পরের ম্যাচে আগামী ২২ নভেম্বর পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলবেন লিওনেল মেসিরা। এই দুই ম্যাচের জন্য ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি।

দলে ফিরেছেন পাওলো দিবালা ও জিওভানি লো সেলসো। প্রথমবার দলে ডাক পেয়েছেন ফ্রান্সিস্কো ওরতেগা।

চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন আনহেল দি মারিয়া। গত মাসের দুইটি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। দলে নেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আলেহান্দ্রো গারনাচো।

গোলরক্ষক : এমিলিয়ানো মার্তিনেস, ফ্রাঙ্কো আরমানি, হুয়ান মুসসো ও ওয়াল্টার বেনিতেজ।

রক্ষণভাগ : গঞ্জালো মন্তিয়েল, পাবলো মাফফেও, নাহুয়েল মোলিনা, জার্মান পাজ্জেলা, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লুকাস মার্তিনেস, নিকলাস ওতামেন্দি, মার্কোস আকুনা, ফ্রান্সিস্কো ওরতেগা ও নিকোলাস তাগলিয়াফিকো।

মধ্যমাঠ : লেয়ান্দ্রো পারেদেস, গুইদো রদ্রিগেজ, ইনজো ফার্নান্দেস, রদ্রিগো ডি পল, পালাসিও, জিওভানি লো সেলসো ও ম্যাক অ্যালিস্টার।

আক্রমণ ভাগ : পাওলো দিবালা, আনহেল ডি মারিয়া, লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্তিনেস, নিকোলাস গঞ্জালেস ও লুকাস ওকাম্পাস।

চূড়ান্ত হল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের চার দল

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের ৩ দন আগেই নিশ্চিত হয়ে ছিল। বাকি ছিল চতুর্থ দলের অপেক্ষা। একটি আসনের জন্য ত্রিমুখী লড়াইয়ে আফগানিস্তান গতকাল বিদায় নিয়েছে। শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অসম্ভব প্রায় সমীকরণ মেলাতে না পারায় বিদায় নিতে হল পাকিস্তানকে।

শেষ দল হিসেবে শেষ চারে নাম লিখিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

সেমিফাইনালের চার দল হলো; ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী শীর্ষ দল ভারত খেলবে চার নম্বরে থাকা কিউইদের বিপক্ষে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে লড়বে দুই নম্বরে থাকা প্রোটিয়ারা ও তিন নম্বরে থাকা অজিরা।

আগামী ১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ে হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম সেমিফাইনাল। ফাইনালে ওঠার দ্বিতীয় লড়াইটি হবে ১৬ নভেম্বর কলকাতায়। দুই সেমিফাইনালের জয়ী দল ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে শিরোপার লড়াইয়ে নামবে।

ব্যালন ডি'অর উঁচিয়ে মেসি বললেন, 'আরও শিরোপা জিতব'

আপনজন ডেস্ক: ইন্টার মায়ামির খেলোয়াড় হিসেবে এবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন লিওনেল মেসি। মায়ামি সমর্থকদের জন্য এ যেন দুর্দান্ত এক মুহূর্ত। আজ মায়ামির মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে ভক্ত-সমর্থকদের সামনে নিজের অষ্টম ব্যালন ডি'অর ট্রফিটি উপস্থাপন করেন মেসি। আর মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল লোকে লোকারণ্য। মায়ামির এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা একাধিক ভিডিও দেখে বোঝা যাচ্ছিল মাঠে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এর মধ্যেই একসময় ব্যালন ডি'অর হাতে প্রবেশ করেন মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকা যখন মাঠে ঢুকছিলেন, তখন গোটা গ্যালারি যেন করতালি ও হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠছিল। এ সময় উপস্থিত সবাই মুঠোফোনের বাতি জ্বালিয়েও দারুণ এক আবহও তৈরি করে। মাঠের নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশে ব্যালন ডি'অর উঁচিয়ে ধরেন মেসি। এরপর মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ব্যক্ত করেন নিজের অনুভূতিও। বলেছেন, মায়ামির হয়ে আরও শিরোপা জেতার আকাঙ্ক্ষার কথাও। মেসির ব্যালন ডি'অর জয়ের উপলক্ষকে রাঙাতে আগত দর্শকদের উদ্দেশে মেসি বলেছেন, 'প্রথমত আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই এখানে আসার জন্য এবং দারুণ এ আয়োজন করার জন্য। আমার জন্য আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্য এটা দারুণ কিছু।' এ সময় মায়ামিতে আসার পর যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তা-ও স্মরণ করেছেন মেসি, 'আমি এখানে এসেছি অল্প কদিন হলো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি অনেক দিন ধরেই এখানেই আছি। আমি মায়ামির সব মানুষকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনারা আমার ও আমার পরিবারের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, সেটা দারুণ। আপনারা আমাদের অনেক ভালোবাসা দেখিয়েছেন। আপনারাই আমাকে এই অনুভূতি দিয়েছেন যে এটা আমার ঘর।' মেসির হাত ধরেই নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা জিতেছে মায়ামি। মেসি দলটিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে জিতিয়েছেন লিগস কাপের ট্রফি। এরপর ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালেও নিয়ে গিয়েছিলেন দলকে। তবে এ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মেসিকে। তবে এটুকুতেই থামতে চান না আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই তারকা। সামনের দিনগুলোতে আরও শিরোপা জেতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মেসি। মেসি বলেন, 'আমরা খুব অল্প সময় ধরে একসঙ্গে আছি এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্জন করেছি। দলের জন্য শিরোপা জিতেছি। যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি যে এখানে উপভোগ করব, সেটা নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। আর এখন আমার সন্দেহ নেই যে আমরা সামনের বছর আরও ভালো করব। আমরা অনেক উপভোগ করব এবং আরও শিরোপা জিতব। আমি আশা করি, আপনারা আমাদের সমর্থন দিয়ে যাবেন, যেমনটা আমি এখানে আসার পর থেকে দিয়ে যাচ্ছেন। আগামী বছর আমরা গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে একসঙ্গে লড়াই করব।'

মেসির ব্যালন ডি'অর উদ্‌যাপনের রাতটা অবশ্য জয় দিয়ে রাঙাতে পারেনি মায়ামি। নিউইয়র্ক এফসির কাছে তারা হেরে গেছে ২-১ গোলে। ম্যাচের শুরুতেই দুই গোল হজম করে বসে মায়ামি। পরে মায়ামির হয়ে এক গোল শোধ করেছেন রবি রবিনসন। ম্যাচে ফ্রি কিক থেকে গোল করার সুযোগ ছিল মেসির। যদিও সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি।

পঞ্চমবার হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের শেষটাও জয়ে রাঙাতে পারেনি পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেছে ৯৩ রানে। ইংলিশদের দেওয়া ৩৩৮ রানে লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে বাবর আজমদের ইনিংস থামে ২৪৪ রানে। ৯ ম্যাচে ৪ জয় ও ৫ হারে ১০ দলের টুর্নামেন্টে পঞ্চম হয়ে শেষ করল পাকিস্তান।

৯ ম্যাচে ৩ জয় ও ৬ হারে ৭ নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করল ইংল্যান্ড। এতে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেল ইংলিশদের।

সেমিফাইনালের সমীকরণ মেলাতে হলে অসম্ভব কিছু করে দেখাতে হতো পাকিস্তানকে। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য ছুঁতে হতো ৬ ওভার ৪ বলের মধ্যে।

তা অসম্ভব বলেই ম্যাচ জয়ে নজর ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে বাজে শুরু হয় ১৯৯২ চ্যাম্পিয়নদের। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ডেভিড উইলির বলে এলবিডাব্লিউর ফাঁদে পড়ে ২ বলে শূন্য রানে ফেরেন আবদুল্লাহ শফিক। তৃতীয় ওভারে আবারও উইলির আঘাত।

১ রান করা ফখর জামানকে ফেরান।

এরপর ৫১ রানের জুটি গড়ে চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন বাবর ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। বাবর ৩৮ এবং রিজওয়ান ৩৬ রানে ফিরে গেলে হাল ধরেন সউদ শাকিল ও আঘা সালমান। ২৯ করা শাকিলকে বোল্ড করে ফেরান আদিল রশিদ। এর মাঝে ফিফটি পূরণ করেন সালমান।

তবে ৫১ রানে তাঁকে ফেরান উইলি। পরে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও শেষ দিকে হারিস রউফের ৩ ছক্কায় শুধু হারের ব্যবধান কমিয়েছে পাকিস্তান।

এর আগে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে বড় সংগ্রহ করে ইংলিশরা। জনি বেয়ারস্টো, জো রুট ও বেন স্টোকসের ফিফটিতে ৩৩৭ রানে থামে তাদের ইনিংস। ইংল্যান্ডকে দারুণ শুরু এনে দেন দুই উদ্বোধনী ব্যাটার দাভিদ মালান ও জনি বেয়ারস্টো। দুজন গড়েন ৮২ রানের জুটি। ইফতিখার আহমেদের বলে রিজওয়ানের হাতে ক্যাচ হয়ে মালান ৩১ করে ফিরলেও বেয়ারস্টো তুলে নেন ফিফটি। তাঁর ইনিংস থামে ৫৯ রানে।

এরপর জো রুট ও বেন স্টোকস গড়েন ১৩২ রানের জুটি। রুটের ব্যাট থেকে আসে ৬০ রান। শাহীন শাহ আফ্রিদির বলে বোল্ড হওয়ার আগে স্টোকস করেন ৮৪ রান। শেষ দিকে জস বাটলারের ২৭, হ্যারি ব্রুকের ৩০ রানে বড় সংগ্রহ পায় ইংলিশরা। হারিফ রউফের শিকার ৩ উইকেট। শাহীন ও ওয়াসিম জুনিয়র নিয়েছেন ২টি করে উইকেট।

আইসিসির শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করবে শ্রীলঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করার পর এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে (এসএলসি) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে গতকাল শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এসএলসিতে দুর্নীতির অভিযোগ এবং সে জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ নিয়ে কিছুদিন ধরেই শ্রীলঙ্কার ক্রীড়াঙ্গনে তোলপাড় চলছিল। এর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করে আইসিসি। সদস্যপদ স্থগিতের আগের দিন বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচটি খেলে শ্রীলঙ্কা। ৯ ম্যাচে মাত্র দুটিতে জেতে কুশল মেন্ডিসের দল। বিশ্বকাপে জাতীয় দলের বাজে পারফরম্যান্স ও ক্রিকেট বোর্ডের ওপর শাস্তির পর আজ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, 'এটা ঠিক হয়নি। যখন আইসিসি কিংবা অন্য কোনো সংস্থা নিষেধাজ্ঞা দেয়, তখন দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া মানা হয়...কিন্তু এটা বিস্ময় হয়ে এসেছে এবং সেটা নৈতিকতাবিরোধীও। তারা আমাদের দেশকে এভাবে কীভাবে অভিযুক্ত করতে পারে।' আইসিসির বিরোধ মীমাংসা কমিটিতে (ডিআরসি) আপিল করার কথা জানিয়েছেন রোশান রানাসিংহে। রাজধানী কলম্বোয় সংবাদকর্মীদের তিনি আরও বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কার ওপর আরোপ করা আইসিসির এ নিষেধাজ্ঞা অবৈধ।

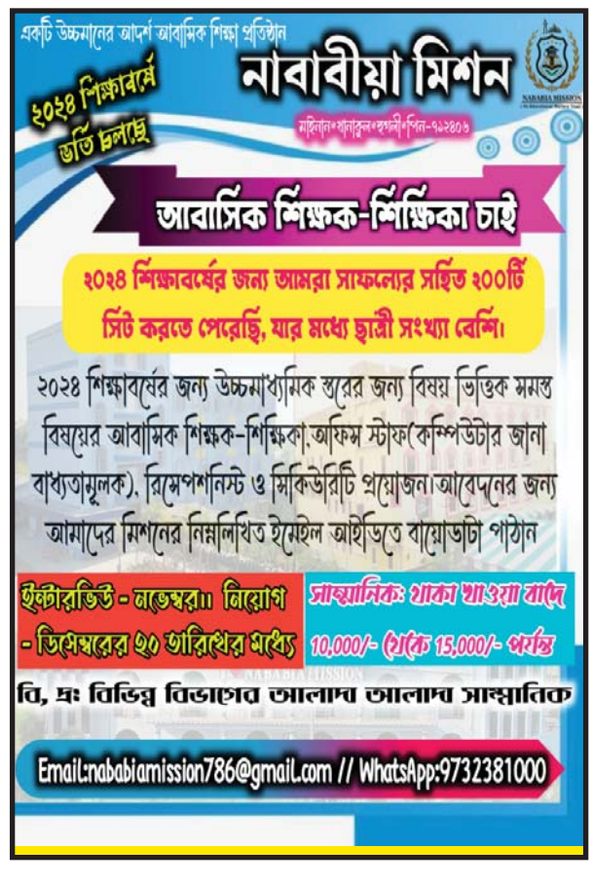

পুরিহা নবারুণ সংঘের উদ্যোগে একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন ডেস্ক: পুরিহা নবারুণ সংঘের উদ্যোগে একদিবশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় খণ্ডঘোষের পুরিহা গ্রামে ।এই ফুটবল প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন খন্ডঘোষের ও সি সুব্রত বেরা। ফুটবল ফাইনাল খেলার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ,পূর্ত কর্মদক্ষ অনাবিল ইসলাম,সমাজ সেবি শুভেন্দু পাল সহ অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা ।আট দলীয় এই খেলায় ফাইনালে দুই গোলে জয়লাভ করেন মাস্টার একাদশ। বিজিত হয় বামুনিয়া পীরবাবা একাদশ। বিজয়ী দলকে দশ হাজার টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি ও বিজিত দলকে সাত হাজার টাকা সুদৃশ্য ট্রফি দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ম্যান অব দ্যা সিরিজ ও ম্যান অব দ্যা ম্যাচ পুরস্কার দেওয়া হয়। সবুজ ঘেরা পুরিহা গ্রামের এই খেলা দেখতে গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ওয়ানডে এ খেলাটি পরিচালনা করতে বিশেষ অবদান রাখেন ক্লাবের সম্পাদক শেখ দিলীপ, পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবর রহমান ,শেখ আইসেন, সেখ আব্বাস,শামসুল মল্লিক , গুরুপদ সিং সহ ক্লাবের সদস্যরা।

নিউটাউনে ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

সম্প্রীতি মোল্লা ● নিউটাউন

আপনজ ডেস্ক: সম্প্রতি একটি কারাটে বেল্ট গ্রেডেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল নিউ টাউনের গ্রিনউড পার্কে।উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, অক্কুরহাটি (হাওড়া), কোন্নগর, নিউ টাউনের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৫০ জন কারাটে ছাত্র এবং কিছু স্কুলের কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেনসি মনোজ কুমার দাস ও সেনসি কে.আর. বিক্রান্ত গুপ্ত শিহান কৌশিক বোস, ছিলেন প্রধান পরীক্ষক যিনি বর্তমানে জাপান থেকে ব্ল্যাক বেল্টের সেভেন ডিগ্রি ধারণ করছেন, সেনসেই তাপস বিশ্বাস ছিলেন সহকারী পরীক্ষক।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল শোটোকান-রিউ কারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এর সাথে অনুমোদিত, যা কারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন এবং কারাতে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর সদস্য। কেআইও হল ভারতীয় কারাটে এর একমাত্র জাতীয় ফেডারেশন যা আবার ওয়ার্ল্ড কারাটে ডো ফেডারেশন এর সদস্য।

বীরভূমের কাষ্ঠগড়ায় চ্যালেঞ্জ ট্রফি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজ ডেস্ক: কাষ্ঠগড়া স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় অত্র এলাকার ঐতিহ্যবাহী স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের চ্যালেঞ্জ ট্রফি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর চূড়ান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা আজ ১১ ই নভেম্বর ২০২৩ শনিবার দুপুর ২ ঘটিকা থেকে হয়ে গেল কাষ্ঠগড়া রাজার ডাঙ্গা ফুটবল ময়দানে ফাইনাল ফুটবল খেলার অনুষ্ঠান।কাষ্ঠগড়া স্পোর্টস এন্ড কালচার এসোসিয়েশনের চূড়ান্ত পর্বের ফুটবল খেলা আজ মহাসমারোহে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো। আজকের গ্র্যান্ড ফিনাল টিকে প্রাণবন্ত করে তুললেন বীরভূমের বিশিষ্ট ধারাভাষ্যকার মহ: আনাম তার অসাধারণ ধারাভাষ্যে ফুটবল প্রেমী মানুষ কিন্তু মুগ্ধ হয়েছেন। বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায় মহোদয় তাকে বীরভূমের তোতাপাখি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক কাজল সাহেব বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্ট গিয়ে তার ধারাভাষ্যের প্রশংসা করেছেন। কাষ্ঠগড়া স্পোর্টস এন্ড কালচার এসোসিয়েশনের সদস্যরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। মহ: আনাম কে ইতিমধ্যে বীরভূম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদেও তিনি তার ধারাভাষ্য দিয়ে একটা সুনাম অর্জন করেছেন। পরিতোষিক বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট ১ নং ব্লক সভাপতি মহুয়া সাহা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ ইনুদ্দিন, হোসেন(অশোক),নইসুভা কর্ণধর সাধন সিংহ, গোষ্ঠবিহারী মুখার্জি, হাজি সহোরাব শেখ, আক্তারুবুশ জামান, স্বপন পাল কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতের প্রধান পিনকি মণ্ডল, কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতের সভাপতি তপন কুমার মণ্ডল, সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গন। অত্র এলাকার জনগণের সুস্থ বিনোদন ও মনোরঞ্জন, সার্বিক ঐক্য ও সম্প্রীতি এবং সর্বোপরি ক্রীড়া চর্চার প্রসারের মাধ্যমে উন্নততর জীবনের উত্তরণ প্রয়াসের ত্রিমুখী লক্ষ্যে আয়োজিত এই মহিত ক্রীড়াযজ্ঞের চূড়ান্ত দিন সকলের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে উজ্জ্বল ময়।এদিনের ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করেন দুটি দল রামপুরহাট টপ গ্রিন একাদশ বনাম বর্ধমান লোকো ফুটবল(BLFC) । খেলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাষ্ঠগড়া সকল গ্রামবাসী, সালবাদরা স্টোন মাইন্স এন্ড ক্রাশার ওনার অ্যাসোসিয়েশন, বীরভূমের বিশিষ্ট শিল্পপতি নাজিমুদ্দিন মণ্ডল (টুলু), রামকো সিমেন্ট, সুখী ফুড প্রোডাক্ট, মল্লারপুর নইসুভা পশ্চিম বঙ্গো গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়, কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, কাষ্ঠগড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহাকুমা রেফারি অ্যাসোসিয়েশন, এই খেলায় পুরস্কার হিসেবে প্রথম দল রামপুরহাট টপ গ্রিন একাদশ ২ টি গোল দেই। এবং বর্ধমান লোকো ফুটবল(BLFC) ১ টি গোল দেই । দুই এক গোলে এই খেলার সমাপ্তি ঘোষনা হয়। তাই প্রথম দলকে নগদ ১,০০,০০০ লক্ষ টাকা ও ট্রফি এবং দ্বিতীয় দলকে নগদ ৭০,০০০ হাজার টাকা ও ট্রফি দেওয়া হয়।এই খেলাতে দর্শক ছিল চোখে পড়ার মত।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**